এইচ এস সি বাংলা

আমার পথ কাজী নজরুল ইসলাম

প্রশ্ন ▶১ স্বপ্নচূড়া গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান মি. রহমান রাশভারি মানুষ। কর্মচারীরা আনুগত্যের ভাব প্রকাশে তাঁর সব কথাতেই হ্যাঁ স্যার, জি স্যার করেন। কেবল মতিন সাহেব তা করেন না। যেটি ঠিক সেখানে হ্যাঁ, যেটি ঠিক নয় সেখানে না বলেন। সহকর্মীরা মতিন সাহেবকে গোঁয়ার ও বেয়াদব ভাবেন। চেয়ারম্যান সাহেবও মাঝেমধ্যে মতিন সাহেবের গোঁয়ার্তুমিতে বিরক্ত হন। হঠাৎ কোষাধ্যক্ষের মৃত্যুতে পদটি শূন্য হলে লোভনীয় এ পদে পদায়ন পেতে সহকর্মীরা চেয়ারম্যানকে তোয়াজ করতে থাকেন। অবশেষে চেয়ারম্যান যেদিন উক্ত পদের নিয়োগপত্র ইস্যু করেন তা দেখে সবার চোখ ছানাবড়া। কারণ সেই পদের নিয়োগপত্র পান মতিন সাহেব। *[দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন? ১

খ. মানুষ-ধর্মকে সবচেয়ে বড় ধর্ম বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মতিন সাহেবের আমিত্ব তাঁকে উক্ত পদের সম্মানে ভূষিত করে'— উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে আমিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কাজী নজরুল ইসলাম তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।

খ মানুষ-ধর্ম তথা মনুষ্যত্ববোধই সবচেয়ে বড় ধর্ম, কেননা এটি জাগ্রত হলেই মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে উঠবে।

মানুষের প্রাণের সম্মিলন ঘটাতে হলে তাদের মধ্যকার ব্যবধান ঘোচাতে হবে। এ ব্যবধান ঘোচাতে হলে মানুষের 'মানুষ' পরিচয়টিকে সবচেয়ে উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এর মাধ্যমে মিটে যাবে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধও। মনুষ্যত্ববোধের জাগরণই ধর্মের প্রকৃত সত্য উন্মোচন করতে পারে। তাই মানুষ-ধর্মকেই সবচেয়ে বড় ধর্ম বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধে উল্লিখিত মিথ্যা বিনয় ও সত্যের শক্তির দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক সত্য পথের জয়গান করেছেন। যে মানুষটির মূল শক্তি সত্য, সে কখনো ভুল পথে যেতে পারে না। সত্যের দ্বারা চালিত ব্যক্তির মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থাকে। আর মিথ্যাকে পুঁজি করে চলা ব্যক্তিরা সদাই ভীত ও দুর্বল হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের মতিন সাহেব সত্য পথের পথিক। তাই তিনি লাভের আশায় তাঁর কর্মক্ষেত্রের মালিকের প্রতি মিথ্যা বিনয় দেখান না। মালিকের সঠিক কথায় সমর্থন ও ভুল কথায় দ্বিমত জানানোর সাহস রাখেন তিনি। কিন্তু অন্য সকল কর্মচারী সর্বদাই মিথ্যা বিনয় দেখাতে ব্যস্ত। মতিন সাহেব সত্য পথে থেকেই তাঁর প্রাপ্য স্থান অর্জন করেছিলেন। 'আমার পথ' প্রবন্ধেও সত্যের পথ ধরে এগোতেই আহ্বান জানিয়েছেন লেখক। কেননা মিথ্যা বিনয়ের ভণ্ডামি কখনোই সুফল বয়ে আনে না।

ঘ সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত নিজের অন্তরের রূপটিই 'আমিত্ব' আর এই 'আমিত্বই' মানুষকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখায়— এটিই মতিন সাহেবের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক এমন এক 'আমি'র জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন, যে সত্য প্রকাশে নির্ভীক ও অসংকোচ। এই 'আমি' মানুষকে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকের মতিন সাহেব সত্যের অনুসারী। তাই তাঁর সাহস আছে ভুলকে ভুল ও সঠিককে সঠিক বলার। তাঁর এই স্পষ্টভাষী স্বভাব অনেকের কাছে দম্ভ মনে হলেও তিনি তা নিয়ে চিন্তিত নন। একপর্যায়ে তিনি তাঁর এই চরিত্রের জন্যই পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক মানুষকে যেমন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, মতিন সাহেব তেমনই একজন মানুষ। তিনি নিজের আমিত্বে বিশ্বাসী ও মিথ্যা বিনয়ের সমর্থনকারী নন।

লেখক প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। মানুষ যদি সত্যকে ধারণ করতে পারে তবে নিজেই হতে পারে নিজের কর্ণধার। রুদ্রতেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে এই 'আমি' সত্তা। এই আমিত্ব অবিনয়কে মেনে নিতে পারে। কিন্তু অন্যায়কে সহ্য করতে পারে না। এই আমিত্ব ভুল করতে রাজি কিন্তু ভণ্ডামি করতে প্রস্তুত নয়। ভুল জেনেও তাকে ঠিক বলে চালিয়ে দেওয়ার কপটতা এই 'আমি'র দৃষ্টিতে ভণ্ডামি। উদ্দীপকের মতিন সাহেব এই আমিত্বের আলোয় উদ্ভাসিত। তাই তো তিনি মিথ্যা বিনয় প্রকাশ থেকে বিরত থাকেন। ভুলকে তোষামোদের আবরণে সঠিক করতে যান না। প্রবন্ধে উল্লিখিত সত্যের কর্ণধার যেমন মাথা উঁচু করে বাঁচেন, মতিন সাহেবও তেমনি নিজের আমিত্বকে আগলে মাথা উঁচু করে বাঁচেন।

প্রশ্ন ▶২ আমি জীবনে অনেক আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। কত রাত্রি অনুশোচনায় ঘুম হয় নাই। এখন ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন সোজা এই বুঝেছি যে, আমি যা ভালো বুঝি, যা সত্য বুঝি, শুধু সেটুকু প্রকাশ করব, বলে বেড়াব। তাতে লোকে যতই নিন্দা করুক, আমি আমার কাছে ছোট হয়ে থাকব না, আত্মপ্রবঞ্চনা করে আর আত্মনির্যাতন ভোগ করব না। *[বি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. কত সালে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোগ দেন? ১

খ. 'মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম'— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের ভাবার্থের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখকের মনের যে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধটির আংশিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯১৭ সালে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোগ দেন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক সত্য পথের কর্ণধার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন— এ বিষয়টিই উদ্দীপকের ভাবার্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক এমন এক 'আমি' সত্তার আবাহন করেছেন যিনি সত্য প্রকাশে নির্ভীক ও অসংকোচ। সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে এই আমি সত্তা। সমাজ ও সমকাল পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, স্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না পারলে পরনির্ভরতা সৃষ্টি হয় যা উদ্দীপকের ভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে নিজের প্রতি দ্বিধাগ্রস্থ না থেকে সত্যকে প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। লোকের নিন্দাকে তুচ্ছ করে নিজের সত্য প্রকাশ করা উচিত বলে লেখক মনে করেন। উদ্দীপকের লেখকও নিজেকে ভালো রাখার জন্য সত্য প্রকাশ করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। আত্মপ্রবঞ্চনার মাধ্যমে নির্যাতন ভোগ না করার দিকটিও উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়। প্রবন্ধের লেখক সত্য প্রকাশে দাম্ভিক যারা তাদের পক্ষে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব বলে মনে করেন যা উদ্দীপকের ভাবার্থের সাথে সাদৃশ্য তৈরি করে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে সত্য পথ অবলম্বন ছাড়া আরও বিষয়াদি থাকায় বলা যায় যে, উদ্দীপকটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধের আংশিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রবন্ধের লেখক সত্য পথে চলার এবং সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে নির্ভীকচিত্ত হতে বলেছেন। তিনি অবিনয়কে মানতে রাজি কিন্তু অন্যায়কে সহ্য করতে রাজি নন। তিনি ভুল স্বীকার করতে রাজি কিন্তু ভুল জেনেও তাকে সঠিক বলাটাকে ভণ্ডামি বলে মনে করেন। মানুষের মাঝে ক্ষুদ্র কারণে যেসব হিংসাত্মক কাজ সংঘঠিত হয় তিনি তার বিরোধিতা করেছেন। মানবধর্ম সকল ধর্মের সেরা বিবেচনার যে বোধ তা জাগ্রত হলেই মানুষের সকল দ্বন্দ্ব মিটে যাবে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

উদ্দীপকে নিজেকে বুঝে নিজের সত্যকে প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। লেখক মনে করেন, সত্য প্রকাশে নিন্দা থাকলেও নিজের কাছে ছোট হয়ে থাকতে হয় না। কেননা নিজের কাছে ছোট হয়ে থাকার অর্থই হলো আত্মনির্যাতন ভোগ করা। আত্মপ্রবঞ্চনা অর্থাৎ নিজের সাথে নিজে প্রতারণা করলে অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এর থেকে মুক্তির পথ হিসেবে লেখক নিজে যা জানি সেই সত্যটাকে সবার কাছে প্রকাশ করার কথা বলেছেন।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক আমি সত্ত্বার প্রকাশের মাধ্যমে সত্য পথের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি সত্ত্বার কারণেই মিথ্যাকে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নেওয়া যায় বলে বলেছেন তিনি। আবার লেখক ভুল আর ভণ্ডামির মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছেন। তাঁর মতে, ভুলকে সঠিক বলে প্রচার করাটাই ভণ্ডামি। তিনি ধর্মের চেয়ে মনুষ্যত্ববোধকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ধর্মের বিরোধ মিটিয়ে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তুললে উৎকৃষ্ট মানবসমাজ গঠিত হবে। উদ্দীপকে শুধুমাত্র মানুষের সত্য প্রকাশের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলে আত্মনির্যাতন থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। বিষয়বস্তুর বিচারে বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধটির আংশিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩ রফিকুল ইসলাম একজন সাদা মনের মানুষ। শিক্ষকতা পেশায় থেকে গড়েছেন আলোকিত মানুষ। নিজের নেতৃত্বে পরিচালনা করেছেন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান "কালান্তর"। জনকল্যাণের পাশাপাশি তিনি এলাকার মাতব্বরদের ভণ্ডামির প্রতিবাদ করেন। মিথ্যা ও নতজানুতার বিরুদ্ধে তিনি সদা সোচ্চার। ফলে অনেকেরই শত্রুতে পরিণত হন তিনি। তবে তিনি দমে যান না, তিনি বিশ্বাস করেন 'সত্য ও ন্যায়ের পথই সহজ পথ।'

[চা. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কাকে লেখক সালাম জানিয়েছেন? ১

খ. 'সবচেয়ে বড় দাসত্ব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের রফিকুল ইসলামের বিশ্বাসের সঙ্গে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত নয়, তা আলোচনা করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক আপন সত্যকে সালাম জানিয়েছেন।

খ 'আমার পথ' প্রবন্ধে সবচেয়ে বড় দাসত্ব বলতে পরাবলম্বনকে বোঝানো হয়েছে।

আত্মনির্ভরতা থেকেই স্বাধীনতা আসে। লেখকের বিশ্বাস, নিজের সত্যকে নিজের কর্ণধার মনে করলে আপন শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। এমন স্বাবলম্বনের কথা শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু জনগণ মহাত্মা গান্ধীর সেই স্বাবলম্বনের কথা না বুঝে তাঁর ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। এটিই হলো পরাবলম্বন। পরাবলম্বন আত্মশক্তিকে নষ্ট করে দেয় বলে তৈরি হয় মানসিক দাসত্ব। তাই 'আমার পথ' প্রবন্ধে পরাবলম্বনকে সবচেয়ে বড় দাসত্ব বলা হয়েছে।

গ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থেকে মিথ্যা ও নতজানুতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের রফিকুল ইসলামের বিশ্বাসের সঙ্গে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে নজরুল এমন এক 'আমি'র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ; সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক ও অসংকোচ। রুদ্র তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে নজরুলের এই 'আমি' সত্তা। তাঁর মতে, প্রয়োজনে তিনি দাম্ভিক হতে চান; কেননা তাঁর বিশ্বাস, সত্যের দম্ভ যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের পক্ষেই কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। প্রাবন্ধিকের এই বিশ্বাসের সঙ্গে উদ্দীপকের রফিকুল ইসলামের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের রফিকুল ইসলাম একজন সাদা মনের মানুষ। শিক্ষকতা পেশায় থেকে তিনি আলোকিত মানুষ গড়ে তুলেছেন। তাঁর বিশ্বাস, 'সত্য ও ন্যায়ের পথই সহজ পথ।' এ কারণে জনকল্যাণের পাশাপাশি তিনি সমাজে জেকে বসা গোঁড়ামী এবং ভণ্ডামির প্রতিবাদ করেন। মিথ্যা ও নতজানুতার বিরুদ্ধে তিনি সদা সোচ্চার। ফলে অনেকেরই শত্রুতে পরিণত হন তিনি। তবে তিনি দমে যান না। বস্তুত 'আমার পথ' প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম যে 'আমি' সত্তার আবাহন করেছিলেন রফিকুল ইসলামের মাঝে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থেকে মিথ্যা ও নতজানুতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় উদ্দীপকের রফিকুল ইসলামের বিশ্বাসের সঙ্গে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে তা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থেকে মিথ্যা ও নতজানুতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ 'আমার পথ' প্রবন্ধ ও আলোচ্য উদ্দীপকের প্রধান দিক। উভয়ক্ষেত্রেই সত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি 'আমার পথ' প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় না।

উদ্দীপকের সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে একজন মানুষ হিসেবে রফিকুল ইসলামের পরিচয় ফুটে উঠেছে। একইভাবে 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের মতে, সত্য ও ন্যায়ের পথই হলো আসল পথ। তাঁর বিশ্বাস, মানব-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত হলেই ধর্মের প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হবে। এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধ মিটে যাবে। সম্ভব হবে গোটা মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। প্রাবন্ধিকের মতে, এই ঐক্যের মূল শক্তি হলো সম্প্রীতি। সম্প্রীতির বন্ধন শক্তিশালী হলে মানুষের মধ্যে সহনশীলতা বাড়ে। ভিন্ন ধর্ম-মত-পথের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য কোনো হিংসার ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মের বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। কিন্তু এই ধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয়টি উদ্দীপকে আলোচিত হয়নি। তাই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি তা হলো হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রত্যাশা।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪ শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানচর্চা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার আগ্রহ কম। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্যে তারা নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোলে না। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের খুঁটির জোরের আশ্রয় নিতে হয়। ফলে জ্ঞানার্জনের আনন্দ থেকে তারা দূরে সরে পড়ে। এভাবে তারা নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। পরিণতিতে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় হতাশা ও পরনির্ভরশীলতা। *[য. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধে 'আমার পথ' আমাকে কী দেখাবে? ১

খ. 'আগুনের সম্মার্জনা' বলতে 'আমার পথ' প্রবন্ধে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার পথ' প্রবন্ধের মিলসমূহ চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. "নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা"— উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমার পথ' প্রবন্ধে আমার পথ আমাকে আমার সত্য দেখাবে।

খ 'আগুনের সম্মার্জনা' বলতে 'আমার পথ' প্রবন্ধে সমাজের সকল অশুদ্ধি, ক্লেদ দূর করার হাতিয়ারকে বোঝানো হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক যে সমাজের ভিত্তি পচে গেছে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার পক্ষপাতী। তিনি পক্ষপাতী যা কিছু অশুভ মিথ্যা, মেকি তা দূর করার। এজন্যে তাঁর মতে, প্রয়োজন আগুনের। কেননা আগুন সব রকম অশুদ্ধিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। আগুনের সম্মার্জনা বলতে লেখক এ বিষয়টিকেই বুঝিয়েছেন।

গ আত্মনির্ভরতা ও পরনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে 'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক আত্মনির্ভরশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরাবলম্বন আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। তিনি মনে করেন, এ পরাবলম্বনই সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের গোলামির ভাব বাইরের গোলামি থেকে তাদের মুক্তি নেই। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু আত্মনির্ভরশীলতা না থাকলে মানুষ নিজের উন্নতির জন্যে অন্যের ওপর নির্ভর করে। বস্তুত যেদিন মানুষের মনে আত্মনির্ভরশীলতা আসবে সেদিনই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা পাবে। এমন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আলোচ্য উদ্দীপকেও পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের পরনির্ভরশীলতার প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্যে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোলে না। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয় বলে জ্ঞানার্জনের আনন্দ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। এমনকি প্রায়শই তারা নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। পরিণতিতে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় হতাশা ও পরনির্ভরশীলতা। 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কীভাবে মানুষের মাঝে পরনির্ভরশীলতা তৈরি হয় সে সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন, যা উদ্দীপকের মূলভাবেও বর্তমান। সেদিক বিবেচনায় পরনির্ভরশীলতা ও আত্মনির্ভরতার বিষয়ে 'আমার পথ' প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের মিল রয়েছে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখক মনে করেন স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন নিজের প্রতি বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করার সাহস।

'আমার পথ' প্রবন্ধে সমাজ ও সমকাল পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে, সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা, আহত হয় আমাদের ব্যক্তিত্ব। পরাবলম্বন আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। আর প্রাবন্ধিক মনে করেন, এটিই সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের গোলামির ভাব, বাইরের গোলামি থেকে তাদের মুক্তি নেই।

উদ্দীপকে কীভাবে মানুষ পরনির্ভরশীলতায় আবদ্ধ হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা আত্মনির্ভরশীলতার জন্যে নিজেদের যোগ্য করে তোলে না তারাই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়। ফলে জ্ঞানার্জনের আনন্দ থেকে তারা দূরে সরে পড়ে। এভাবে তারা নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। পরিণতিতে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় হতাশা ও পরনির্ভরশীলতা।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখকের বর্ণনায় পরনির্ভরশীলতা পরিহারের আহ্বানের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কেননা পরাবলম্বন থেকেই তৈরি হয় দাসত্ব। আর নিজেকে জানার মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠাই দাসত্ব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। আলোচ্য উদ্দীপকের ঘটনাবর্তেও এর ছায়াপাত ঘটেছে। বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীদের পরনির্ভরশীলতার দিকটি তুলে ধরে সেখানেও এর কারণ উন্মোচন করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা প্রশ্নে উল্লেখিত মন্তব্যটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে।

প্রশ্ন ▶৫ সহকর্মীদের চোখে অবিনয়ী, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চোখে উদ্ধত, ছোটদের কাছে রূঢ়— এমনি বিশেষণে বিশেষায়িত আমাদের জাভেদ সাহেব। কেননা তিনি সত্য কথা বলেন। এ কারণে তিনি কর্মজীবনে পদোন্নতি পাননি। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তিনি আত্মতৃপ্ত। *[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. কত সালে কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেন? ১

খ. ব্যাখ্যা করো: 'যার ভিতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়।' ২

গ. নজরুলের দৃষ্টিতে জাভেদ সাহেব কেমন মানুষ? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. জাভেদ সাহেবের আত্মতৃপ্তির কারণ 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে যাচাই করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৬ সালে কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেন।

খ যে নিজের সত্যকে চিনতে পারে না তার ভেতরে ভয় কাজ করে বলে সে বাইরেও ভয় পায়।

বাস্তব জীবনে মানুষকে প্রতিনিয়ত নানারকম সত্য-মিথ্যার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু খুব অল্প মানুষই সত্য-মিথ্যার প্রকৃত রূপ চিনতে পারে। যে সত্যকে সঠিকভাবে চিনতে পারে তার অন্তরে মিথ্যার অমূলক ভয় থাকে না। আর যে ব্যক্তি সত্যের আসল রূপটি চিনতে ব্যর্থ হয় তার অন্তরেই মিথ্যার ভয় থাকে। যার মনে মিথ্যা সে-ই মিথ্যার ভয় করে, আর অন্তরে ভয় থাকলে সে ভয় বাইরেও প্রকাশ পায়। এজন্যে প্রাবন্ধিক বলেছেন, যার ভিতরে ভয় সেই বাইরে ভয় পায়।

গ 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখক কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিতে উদ্দীপকের জাভেদ সাহেব আপন সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভর একজন মানুষ।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সত্য ও সত্যপথের জয়গান গেয়েছেন। তিনি মানুষকে অন্তরের সত্যকে চিনতে বলেছেন। সেই সত্যকেই নিজের পথপ্রদর্শক করতে বলেছেন।

উদ্দীপকে জাভেদ সাহেবকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উদ্ধত, সহকর্মীরা অবিনয়ী ও ছোটরা রূঢ় বলে মনে করে। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে সর্বদা সত্য বলায় জাভেদ সাহেবকে এমনটা ভাবা হয়। এমন স্পষ্টভাষী হওয়ার কারণে তাঁর পদোন্নতি না হলেও এ নিয়ে তাঁর হতাশা বা আক্ষেপ নেই কোনো। বরং নিজের সত্যভাষী স্বভাব নিয়ে তিনি আত্মতৃপ্ত। এই যে নিজের সত্যকে নিজের গুরু মনে করা, নিজের সত্যকে ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ না করার মনোভাব— 'আমার পথ' প্রবন্ধেও রয়েছে এমন মানুষ হয়ে ওঠার আহ্বান। লেখক মনে করেন মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে স্পষ্টভাবে সত্য কথা বলার অহংকারও ভালো। এতে অবিনয় থাকলেও তাকে নেতিবাচক মনে করেন না লেখক। তাই লেখকের মনোভাবের ভিত্তিতে জাভেদ সাহেবকে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত স্পষ্টভাষী মানুষ বলা যায়।

https://teachingbd24.com

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে বর্ণিত নিজের সত্যকে চিনে নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস অর্জনই উদ্দীপকের জাভেদ সাহেবের আত্মতৃপ্তির কারণ।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক মানুষকে আপন সত্যকে চিনতে বলছেন। নিজের সত্যকেই নিজের পথ প্রদর্শক মানতে বলেছেন। কেননা নিজের সত্যকে জানলে, চিনলে নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস স্থাপিত হয়।

উদ্দীপকের জাভেদ সাহেবকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উদ্ধত, সহকর্মীরা অবিনয়ী ও ছোটরা বূঢ় বলে মনে করে। এমনটা মনে করার পেছনে রয়েছে তাঁর সত্যভাষী স্বভাব। এই কারণে তাঁর পদোন্নতি না হলেও তিনি ব্যক্তিজীবনে আত্মতৃপ্ত। এদিকে, আলোচ্য প্রবন্ধেও নিজের সত্তাকে জানা, নিজের সত্যকে চেনার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে নজরুল এমন এক 'আমি' সত্তার আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ। সত্য প্রকাশে এই 'আমি' নির্ভীক ও অসংকোচ। নিজের সত্য ছাড়া সে আর কাউকে কুর্নিশ করে না। স্পষ্টভাবে সত্য কথা বলায় অবিনয় থাকলেও তা লেখকের কাছে নেতিবাচক নয়। সত্যপথের পথিক হলে আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জিত হয় যা মানুষকে একই সাথে নির্ভীক ও আত্মতৃপ্ত করে তোলে। উদ্দীপকের জাভেদ সাহেব সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত 'আমি' সত্তার জাগরণ অনুভব করেছেন। তাই তো তিনি পদোন্নতি না হওয়ায় ভয় বা অন্যরা কী ভাববে না ভাববে তা নিয়ে চিন্তিত নন। নিজের সত্যভাষী স্বভাব নিয়েই তিনি আত্মতৃপ্ত যা 'আমার পথ' প্রবন্ধে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ 'সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

[রংপুর ক্যাডেট কলেজ; ▮ প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. কখন নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়? ১

খ. ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়ে কীভাবে সত্যকে পাওয়া যায়? ২

গ. 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি উদ্দীপককে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'কবি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই সত্যের প্রতি আত্মনিবেদন করলেও সত্যের উপলব্ধিতে দুজনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।'— মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়।

খ ভুলের মাধ্যমে মানুষের আত্মশুদ্ধি ঘটে বলে এর মধ্য দিয়ে গিয়ে সত্যকে পাওয়া যায়।

'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়ে সত্যকে পাওয়া যায় বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি মনে করেন ভুল থেকেই মানুষের পথে প্রকৃত শিক্ষা লাভ সম্ভব। কারণ ভুল না করলে সঠিক ও সত্য পথের সন্ধান লাভ করা যায় না। ভুল করা এবং তা থেকে শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারে। এর দ্বারা নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। আর এভাবেই সে সত্য পথের সন্ধান লাভ করে। তাই বলা যায়, ভুলের মাধ্যমে নিজের আত্মশুদ্ধি ঘটায় এর মধ্য দিয়ে গিয়ে সত্যকে পাওয়া যায়।

গ 'আমার পথ' প্রবন্ধে বর্ণিত নিজ সত্য উপলব্ধির দিকটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক 'আমি' সত্তার আবাহন প্রত্যাশা করেছেন। কেননা তাঁর এই 'আমি' প্রত্যেক মানুষের ভাবনার বিন্দুতে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস জাগায়। লেখকের এই 'আমি' সত্য প্রকাশে নির্ভীক; একই সাথে এক মানুষকে আরেক মানুষের সাথে মিলিয়ে 'আমরা' হয়ে উঠতে সহযোগিতা করে। সত্যের প্রতি মানুষের এই বিশ্বাস প্রত্যেককে আত্মশক্তিতে সক্রিয় করে তোলে। এই সত্যের উপলব্ধিই নজরুলের প্রাণ-প্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। উদ্দীপকেও সত্যের প্রতি ভালোবাসাজনিত উপলব্ধির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের কবির মনে সত্যের প্রতি গভীর প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। তিনি কঠিন হলেও সত্যকে গ্রহণ করেছেন এবং সত্যকে ভালোবেসেছেন। সত্য শাশ্বত, সত্য কখনো ভণ্ডামি ও বঞ্চনা করে না। সত্য অকপট ও স্নিগ্ধ সুন্দর আলোকের উৎসবিন্দু। উদ্দীপকের কবির সত্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি তাঁর আত্মার শক্তির ওপর বিশ্বাসজনিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, যা 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের মানসভাবনাতেও প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ, আলোচ্য প্রবন্ধ ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই সত্যের প্রতি অবিচল থাকতে বলা হয়েছে। সুতরাং বলতে পারি, সত্যের প্রতি একাগ্রতা ও বিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া বৈশিষ্ট্যের দিকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধ ও উদ্দীপকে একইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ 'কবি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই সত্যের প্রতি আত্ম নিবেদন করলেও সত্যের উপলব্ধিতে দুজনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।' —মন্তব্যটি যথার্থ।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক প্রকৃত সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। সত্যের আলোতে মানুষের ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও পুষ্টি প্রত্যাশা করেছেন। এই সত্যকেই তিনি তাঁর পথচলার একমাত্র মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর জোরেই তিনি আত্মার দৃঢ়তা অনুভব করেন এবং সকল অসাধ্যকে সাধন করতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

উদ্দীপকে সত্যের কাঠিন্যের কথা বলা হয়েছে। এই কাঠিন্য সত্ত্বেও উদ্দীপকের কবি সত্যকে ভালোবাসেন। তিনি জানেন সত্যকে গ্রহণ করার পথ কন্টকমুক্ত নয়, কঠিন পথ; তারপরও তিনি এই পথকেই বেছে নিতে চান কারণ এই পথ কখনো বঞ্চনা করে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধ উভয় স্থানেই সত্যের প্রতি এক গভীর আত্মনিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। উভয়েই সত্যের মহিমাকীর্তন করেছেন। তবে লক্ষ্য এক হলেও প্রকাশভঙ্গি ও সত্যের উপলব্ধিগত দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৭ সুমন সুযোগ পেলেই নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেয়। ছাত্র জীবনের এ অভ্যাসটি আজ তার কর্ম জীবনেও বহমান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অতিরিক্ত বিনয় ও তোষামোদী। পরনির্ভরশীল এ মানুষটি অফিসের কোনো কাজই এখন আর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না। এ জন্য লোকজন তাকে পছন্দ করে না। অফিসে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে আসছে। অন্যদিকে শফিক সাহেবের সততা, দৃঢ়তা এবং কর্মনিষ্ঠা তাকে সকলের নিকট প্রিয় করে তোলেছে। তিনি সকলের নিকট অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। *[সিলেট ক্যাডেট কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. কোন বোধে জাগ্রত হতে পারলেই ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে? ১

খ. 'একমাত্র মিথ্যার জলই এই শিখাকে নিভাতে পারবে।'— কথাটি বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সুমনের মধ্যে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শফিক সাহেব 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের প্রতিভূ— মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত হতে পারলেই ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে।

Teachingbd24.com

খ মিথ্যা বা ভণ্ডামীর সংস্পর্শে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বোঝাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক আমিত্বকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এ জন্য প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি থাকা জরুরি। এই উপলব্ধিকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে যদি কখনো ভুল হয়ে যায় তখন নিঃসংকোচে তা স্বীকার করে নিতে হবে। কোনোরূপ মিথ্যা বা ভণ্ডামির আশ্রয় নেওয়া যাবে না। মিথ্যার আশ্রয় নিলে নিজের মধ্যকার প্রকৃত সত্যের বিনাশ ঘটবে। আর এটি বোঝাতেই প্রশ্নোক্ত কথাটির অবতারণা করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের সুমনের মধ্যে 'আমার পথ' প্রবন্ধের পরাবলম্বনের এবং নিজের সত্যকে অস্বীকার করার দিকটি ফুটে উটেছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক পরাবলম্বনকেই সবচেয়ে বড় দাসত্ব বলেছেন। কেননা পরাবলম্বনের ফলেই মানুষ আপন শক্তি ও সামর্থ্যকে বুঝতে পারে না। তাই লেখক আমাদের পরাবলম্বনের মনোভাব ছেড়ে আত্মনির্ভরশীল হতে বলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি গান্ধীজির কথা বলেছেন, যিনি মানুষকে নিজের প্রতি অটুট বিশ্বাস রাখতে শিখিয়েছেন।

উদ্দীপকের সুমন ছাত্রজীবন থেকেই পরনির্ভরশীল। সে নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করাতে ভালোবাসে। এ পরাবলম্বন সে কর্মজীবনে এসেও ছাড়াতে পারেনি। এছাড়া এর পাশাপাশি তার মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত বিনয় ও তোষামোদী। যার ফলে অফিসের লোকদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। অতিরিক্ত বিনয় আমাদের সত্য প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। স্পষ্ট কথায় সত্য নিহিত থাকে এবং তাতে অবিনয়ের ভাব থাকে। কিন্তু সুমন অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করে যা সত্য প্রকাশে বাধাস্বরূপ। এছাড়া তার মধ্যে পরনির্ভরশীলতাও রয়েছে। পরনির্ভরশীলতা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সুমনের মধ্যে 'আমার পথ' প্রবন্ধের পরাবলম্বন এবং নিজের সত্যকে প্রকাশ না করার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের শফিক সাহেব 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের প্রতিভূ— মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম আত্মবিশ্বাসী মানুষের ক্ষমতার কথা বলেছেন। তিনি প্রত্যাশা করেছেন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ব্যক্তিত্বকে। মানুষ যদি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে তাহলে সে সকল কাজেই সফল হতে পারে।

উদ্দীপকের শফিক সাহেব কর্মজীবনে সফলতা লাভের পেছনে যে সত্য আবিষ্কার করেছেন তা হলো সততা, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা। তিনি অন্যের ভরসায় নিজের জীবন পরিচালনা করেন না। তিনি জানেন এ পথে জীবনে সাফল্য আসে না। তাই তিনি সততার সাথে কাজ করে সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন।

'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মনে করেন পরাবলম্বনতা মানুষের সঞ্জীবনী শক্তি ও আত্মশক্তি ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট করে দেয়। নিজস্ব শক্তি ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েই অর্জন করা যায় সফলতা। লেখকের মতে পরনির্ভরশীল হয়ে অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। তাই তিনি বলেছেন, পরনির্ভরশীলতা দূর করে নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে তবেই মানুষ জীবনে সাফল্য পারে। উদ্দীপকের শফিক সাহেবের মধ্যেও এ বিষয়গুলো দেখা যায়। তিনি পরনির্ভরশীল না হয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়েছেন এবং জীবনে সফলতা পেয়েছেন। তাই বলা যায়, শফিক সাহেব 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের প্রতিভূ।

প্রশ্ন ▶৮ আফসার সাহেবকে অফিসের অনেকে অপছন্দ করে। কারণ তিনি সত্যি কথাটা মুখের ওপর বলে দেন। কিন্তু তাতে তিনি মোটেও তার নীতি থেকে পিছপা হন না। তিনি মনে করেন, নিজে সৎ থাকলে অন্যদের মনোভাবে কিছু যায় আসে না।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. কে বাইরে ভয় পায়? ১

খ. কী মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে? কেন? ২

গ. উদ্দীপক ও 'আমার পথ' রচনার সাদৃশ্যসূত্র চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের আফসার সাহেব 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের চিন্তাকে ধারণ করেন"— তোমার মতামত সহকারে আলোচনা করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক যার ভেতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়।

খ অতিরিক্ত বিনয় মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে।

বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অনেক সময় অস্বীকার করে ফেলা হয়। এতে মানুষ ক্রমেই ছোট হয়ে যায়। স্পষ্ট কথা বলার সময় তেমন বিনয়ভাব থাকে না। কারণ স্পষ্ট কথা বলার সময় দৃঢ়তা কাজ করে বলে অতিরিক্ত বিনয়ভাব থাকে না। তাই অতিরিক্ত বিনয় থাকলে তারা স্পষ্ট কথা বলতে পারে না এবং নিজের সত্যকে স্বীকার করতে পারে না। ফলে তাদের মাথা নিচু হয়ে যায় এবং তারা ক্রমেই নিজেদের ছোট করে ফেলে।

গ 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস ও সত্যকে প্রকাশ করার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন আর এ বিষয়টিই উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক এমন এক 'আমি' সত্ত্বার আবাহণ করেছেন যিনি সত্য প্রকাশে নির্ভীক ও অসংকোচ। মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে এই সত্ত্বা। সমাজ ও সমকাল পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখেছেন সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা।

উদ্দীপকেও আফসার সাহেব সত্যি কথা বলতে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হন না। অসংকোচে তিনি সত্য প্রকাশ করেন। লোকে নিন্দা করে জেনেও তিনি নিজের সত্য প্রকাশ করেন। প্রাবন্ধিকও লোকের নিন্দাকে তুচ্ছ করে সত্য প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেন। সত্য প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনে দাম্ভিক হতে চান তিনি। আর এ বিষয়গুলো উদ্দীপকের সাথে প্রবন্ধের সাদৃশ্য তৈরি করে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সত্য প্রকাশে নির্ভীক ও অসংকোচ হতে বলেছেন যা উদ্দীপকের আফসার সাহেব ধারণ করেন। তাই উক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রবন্ধের লেখক সত্য পথে চলার এবং সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে নির্ভীকচিত্ত হতে বলেছেন। তিনি অবিনয়কে মানতে রাজি কিন্তু অন্যায়কে সহ্য করতে রাজি নন। তিনি ভুল স্বীকার করতে রাজি কিন্তু ভুল জেনেও তাকে সঠিক বলাটাকে ভণ্ডামি বলে মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস, সত্যের দম্ভ যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের পক্ষেই কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

উদ্দীপকের আফসার সাহেব নিসংকোচে সত্য প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন সত্য প্রকাশে নিন্দা থাকলেও তা প্রকাশ করা উচিত। মানুষ অপছন্দ করলেও তিনি তার নীতি থেকে পিছপা হন না। তাঁর মতে নিজের কাছে নিজে সৎ থাকলে অন্যদের মনোভাবে কিছু যায় আসে না। প্রাবন্ধিকও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক 'আমি' সত্ত্বার প্রকাশের মাধ্যমে সত্য পথের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। 'আমি' সত্ত্বার কারণেই মিথ্যাকে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নেওয়া যায়। উদ্দীপকের আফসার সাহেবও এ চিন্তাকে ধারণ করেন। তিনি সত্যি বলতে কখনো পিছপা হন না। প্রাবন্ধিকের মতো তিনিও মনে করে সত্য প্রকাশ আমাদের নির্ভীক হতে হয়। সত্য না বলে ভুলকে সঠিক বলাটা হচ্ছে ভণ্ডামি। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এছাড়া নিজের সত্য প্রকাশ না করলে নিজের সাথেই অসততা করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উক্ত বক্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৯ দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্যে 'সত্য কথাটির গভীর ও ব্যাপক' তাৎপর্য ছিল। এর অন্তর্গত ছিল পরম ন্যায়, পরম কল্যাণ ও পরম সুন্দরের ধারণা, সত্য ছিল বাস্তবকে ভিত্তি করে কল্পিত এক অভীপ্সিত ব্যাপার, মানুষ সকল কাজের মধ্য দিয়ে সত্যে পৌঁছাতে চাইত এবং বিশ্বাস করত যে, সকল বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি অতিক্রম করে, অতি মন্থর গতিতে হলেও মানবজাতি সত্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং একদিন না একদিন মানুষ পৌঁছাবেই তার লক্ষ্যে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. কাজী নজরুল ইসলামের মতে কাদের পক্ষে কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব? ১

খ. 'আমি সে দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কাজী নজরুল ইসলামের মতে সত্যের দম্ভ যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের পক্ষেই কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

খ কারো মিথ্যা বা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় করে, পরালম্বনের মতো দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল পরাবলম্বনকে সবচেয়ে বড় দাসত্ব বলেছেন। নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে না, নিজের বা জাতির মুক্তি আসবে না। যার অন্তরে গোলামীর ভাব সে বাইরের গোলামী থেকে মুক্তি পাবে কীভাবে? কবি ভুল করতে রাজি আছেন, কিন্তু ভণ্ডামি করতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেছেন, তাঁর এমন কোন গুরু নেই, যার খাতিরে তিনি কোন সত্যের আগুন অস্বীকার করে মিথ্যাকে প্রশয় দেবেন। তিনি এ ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত।

গ পরম সত্যের উপলব্ধিতেই মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির চিন্তা ধারণের বিষয়টির সঙ্গে উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে কবি নজরুল এমন এক 'আমি'র আহ্বান প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ। সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক অসংকোচ। এই সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। সত্যের দম্ভ যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের পক্ষে কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্যে সত্য কথাটির গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে। পরম ন্যায়, পরম কল্যাণ ও পরম সুন্দরের ধারণা— এ সত্যের অন্তর্গত সত্য কল্পিত ও ইপ্সিত বিষয়কে বাস্তব করে তোলে। মানুষ সকল বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতিকে অতিক্রম করার জন্য সত্যের দিকে ধাবিত হয়। এভাবেই একদিন না একদিন মানুষ পৌঁছাবে তার লক্ষ্যে। মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছানোর এমন সত্যের উপলব্ধি ঘটেছে 'আমার পথ' প্রবন্ধেও। এখানে সত্যের অনুসারী কবি নিজেকেই নিজের কর্ণধার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কবির এ সত্য আত্মাকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি। আত্মা স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী। মিথ্যা ও ভণ্ডামি থেকে মুক্তির প্রয়াসী। আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতায় মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হলেই মানবমুক্তি সম্ভব। এই মানবমুক্তির সত্য উপলব্ধির বিষয়টিই উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

ঘ 'আমি' সত্তার পুনর্জাগরণে অসত্যের বিনাশ সাধন ও পরনির্ভরতা থেকে মুক্তির বিষয়টি বিধৃত হয়নি বলে উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধেব সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না।

'আমার পথ' প্রবন্ধের মূলভাব মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি দূর করার জন্য প্রয়োজন আমি'র আবাহণ যা রুদ্র তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে। কবি এ জাগরণ প্রত্যাশায় 'আমি' সত্তার আহ্বান প্রত্যাশা করেছেন। এমন বিদ্রোহ সত্তার জাগরণের দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্য চর্চার বিষয়টি এসেছে। এখানে সত্য হচ্ছে পরম ন্যায়, কল্যাণ ও সুন্দরের ধারণা। এ সত্যের দিকেই মানবজাতিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। আর 'আমার পথ' প্রবন্ধে কবি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যের বিপরীত মেকি ও ভণ্ডামিকে দূরীভূত করে কল্যাণময়ী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

'আমার পথ' প্রবন্ধে কবির বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ ঘটেছে। তিনি এক 'আমি' সত্তার আবাহণ প্রত্যাশা করেছেন যা মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠা। এখানে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবে তিনি দেশের পক্ষে যা মঙ্গলজনক বা সত্য তারই জয়গান গেয়েছেন। উদ্দীপকে সত্যভাবনার এমন সম্প্রসারণ নেই। নেই সত্যের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ। অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার কথাও নেই উদ্দীপকে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের সত্য চেতনার সর্বগ্রাহী কল্যাণ ভাবনার বিষয়টি উদ্দীপকে সম্প্রসারিত হয়নি বলে তা প্রবন্ধের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না। সুতরাং মন্তব্যটি যৌক্তিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১০ সুধাপুর গ্রামের মেধাবী, পরোপকারী সন্তান শ্যামল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পড়ালেখা শেষ করে গ্রামে ফিরে সে সাধারণ মানুষের জীবনমান পরিবর্তন, শিক্ষার বিস্তার ও বাল্যবিবাহ রোধে গড়ে তুলেছে 'তরুণ সংঘ'— নামের ব্যতিক্রমী সেবামূলক সংগঠন। এলাকার অনেকেই তার কাজের প্রশংসা করলেও 'পাগল' আখ্যা দিয়ে তার কাজের নিন্দা ও তাকে নিয়ে কটূক্তি করতে দ্বিধা করেনি। শ্যামল সকল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে তার কাজের প্রতি অটল থেকে সামনে এগিয়ে গেছে। তার প্রতি সকল আলোচনা ও সমালোচনাকে সে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. 'সম্মার্জনা' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের শ্যামল চরিত্রের মানসিকতার সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ের যুক্তিপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ তুলে ধরো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূলভাবনাকে ইঙ্গিত করে"— 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সম্মার্জনা শব্দের অর্থ মেজে ঘষে পরিষ্কার করা।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ শ্যামলের সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকে নিজের কর্মে অবিচল থাকার মানসিকতার সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোচনার সংগতি রয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে নজরুল এমন এক 'আমি'র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ। রুদ্র তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে এই 'আমি' সত্তা। তার মতে, তিনি প্রয়োজনে দাম্ভিক হতে চান। কেননা তার বিশ্বাস, সত্যের দম্ভ যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের পক্ষেই কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

উদ্দীপকের শ্যামল তার চলার পথে অবিচল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে ফিরে আসে। তার গ্রামের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করা দেখে অনেকেই অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক মন্তব্য করেছে। কিন্তু সে তার নিজের সম্পর্কে জানে। সে এটাও জানে, তার চলার পথ সঠিক। প্রবন্ধে কাজী নজরুল মানবের এমন অবিচলতার দিকটিই প্রকাশ করেছেন।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূলভাবনাকে ইঙ্গিত করে— উক্তিটি যথার্থ।

প্রবন্ধে নজরুল প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমার ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। তিনি সত্যপথের পথিক। এই সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণ-প্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। রুদ্রতেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোতে নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে এই 'আমি' সত্তা। তিনি ভুল করতে রাজি আছেন তবে ভণ্ডামি না।

উদ্দীপকে শ্যামল সর্বোচ্চ পড়ালেখা শেষ করে গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে তার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম দেখে অনেকে অনেক মন্তব্য করে। শ্যামল তাতে বিচলিত হয় না। বরং সে সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তার কাজের প্রতি অটল থেকে সামনে এগিয়ে গেছে। সে তার চলার পথ সম্পর্কে জানে। তাই কোন বাধাই তাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

উদ্দীপকে শ্যামলের কার্যকলাপ সত্য পথের পথিকের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রবন্ধে নজরুল যে 'আমি' সত্তার কথা বলেছেন, উদ্দীপকে শ্যামলের কর্মকাণ্ড তার আমি সত্তাকে প্রকাশ করে। নিজেকে সে জানে বলেই সত্যপথে এগিয়ে চলতে সে দ্বিধাবোধ করে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূলভাবনাকে ইঙ্গিত করে— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১১ পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. কে অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না? ১

খ. যে মিথ্যাকে চেনে সে মিথ্যাকে ভয় করে না— কেন? ২

গ. উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে যে দ্বিধা ও সংকোচের কথা বলা হয়েছে 'আমার পথ' প্রবন্ধের চেতনাকে ধারণ করলে তা দূর হয়ে যেত।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।

খ যে মিথ্যাকে চেনে, সে কখনো মিথ্যা কর্মে প্রবৃত্ত হয় না বলে সে মিথ্যাকে ভয় করে না।

'আমার পথ' প্রবন্ধে নজরুল এমন এক 'আমি'র আহ্বান প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ, সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক, অসংকোচ। রুদ্র তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে নজরুলের এই 'আমি' সত্তা। যে মিথ্যাকে অন্তর থেকে উপলব্ধি করে সে কখনো মিথ্যা কাজে উৎসাহ দেখায় না, ফলে ভয়ও পায় না।

গ উদ্দীপকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে কিন্তু 'আমার পথ' প্রবন্ধে আত্মসত্য উপলব্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধের মূল বিষয় হচ্ছে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে গোটা মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। আপাতদৃষ্টিতে এ অসাধ্যকে সাধন করার মূল উপাদান হচ্ছে আপন সত্যকে জানা তথা প্রতিটা মানুষের মাঝে অপার সম্ভাবনাময় শক্তি ও সামর্থ্যকে জানা। নিজ সত্যকে জেনে তা অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করতে না পারলে অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব নয়।

উদ্দীপকে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করি। বিচিত্র কর্মভারে প্রবেশে সংশয় কাজ করে কেননা সমাজের উচ্চ মঞ্চে আসীন হয়ে মনও হয়ে পড়েছে সংকীর্ণ। ফলে সকলের সাথে মেশার যে আনন্দ তা পাওয়া হয়ে উঠে না তথাকথিত উচ্চ জীবনবোধের কারণে। কিন্তু 'আমার পথ' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে সত্যের উপলব্ধি, সত্যের প্রতি ভক্তি। সত্যকে গ্রহণ করে সত্যের আলোয় স্নাত হয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করার প্রতি তাগিদ আরোপ করেছেন লেখক— যা উদ্দীপকের মূলভাবের সাথে পার্থক্য নির্মাণ করে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে মিথ্যা বিনয়ের বিপরীতে সত্যের শক্তি দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক সত্য পথের জয়গান গেয়েছেন। যে মানুষটির মূল শক্তি সত্য, সে কখনো ভুল পথে যেতে পারে না। সত্যের দ্বারা চালিত ব্যক্তির মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থাকে। আর মিথ্যাকে পুঁজি করে চলা ব্যক্তিরা সবাই ভীত ও দুর্বল হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে গিয়ে দ্বিধা-সংকোচের দিকটি ব্যক্ত হয়েছে। চাষি, তাঁতি, জেলে, এরাই বিশ্ব সংসারকে টিকিয়ে রাখে তাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে। কিন্তু সমাজের উচ্চপদে আসীন হওয়ার কারণে উদ্দীপকের কবি বিপুল জনগোষ্ঠীর সাথে মিশতে পারেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল বলে তিনি শ্রমজীবীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের শক্তি পান না একেবারে।

উদ্দীপকে যে দ্বিধা ও সংকোচের কথা বলা হয়েছে, তা 'আমার পথ' প্রবন্ধের চেতনাকে ধারণের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। কেননা লেখক প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। একইসঙ্গে এক মানুষকে অপর মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে 'আমরা' হয়ে উঠতে চেয়েছেন। এই সত্যের উপলব্ধি ধারণ করলে সংকোচ দূর করা যায় সহজেই। তাছাড়া রুদ্র তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় চিনে নিতে সাহায্য করে এই 'আমি' সত্তা মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত হওয়ার মাধ্যমেও এই সংকোচ দূর করা যায়। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১২ শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানচর্চা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় আগ্রহ কম। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য তারা নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোলে না। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাদের খুঁটির জোরের আশ্রয় নিতে হয়। ফলে জ্ঞানার্জনের আনন্দ থেকে তারা দূরে সরে পড়ে। এভাবে তারা নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। পরিণতিতে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় হতাশা ও পরনির্ভরশীলতা। *[ঢাকা কমার্স কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে? ১

খ. লেখক নিজেকে 'অভিশাপ রথের সারথি' বলে অভিহিত করেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার পথ' প্রবন্ধের মিলসমূহ চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. 'নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা'— উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমার পথ' প্রবন্ধটি 'রুদ্র-মঙ্গল' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

খ সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অভিশাপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন বলেই কবি নিজেকে 'অভিশাপ রথের সারথি' বলে অভিহিত করেছেন।

কবি পুরাতন-জীর্ণ সমাজকে ঢেলে সাজাতে চান। কিন্তু সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজরক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। কবি এ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তিনি তাদের অন্যায়কে অভিশাপ হয়ে ধ্বংস করতে চান। তাই তিনি নিজেকে 'অভিশাপ রথের সারথি' বলে অভিহিত করেছেন।

গ সৃজনশীল প্রশ্নের ৪(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল প্রশ্নের ৪(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৩ বিনয়ের বাড়াবাড়ি সব সময় সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি করে। ঠিকভাবে বুঝে ওঠা যায় না— কোনটি আসল আর কোনটি মেকি। আবার স্পষ্টতা কারো কাছে স্পর্ধারূপে প্রতীয়মান হয়। তবে এরকম মনে করা একদম ঠিক নয়। কারণ, স্পষ্টতা সব সময় সত্যকে প্রকাশ করে আর বিনয় সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে।

[মদিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধে দেশের ভণ্ডামি, মেকি দূর করতে কী প্রয়োজন? ১

খ. 'যার ভিতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বিনয়ের যে নেতিবাচক দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির যৌক্তিকতা নিরূপণ করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমার পথ' প্রবন্ধে দেশের ভণ্ডামি, মেকি দূর করতে আগুনের সম্মার্জনা প্রয়োজন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে উদ্দীপকে বিনয়ের যে নেতিবাচক দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে তা হলো বিনয়ের বাড়াবাড়ি কিংবা অনাবশ্যক বিনয়ে সত্যকে গোপন করা।

'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মিথ্যা বিনয় দেখিয়ে সত্যকে আড়াল করার ঘোর বিরোধী। তিনি সত্যকে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার কথা বলেছেন। কারণ তিনি মনে করেন, কোনো ব্যক্তি যখন কাউকে মিথ্যা বিনয় দেখায় তখন কার্যত সে নিজের নৈতিক অবস্থান, আদর্শ ও সত্যকে অস্বীকার করে ফেলে এবং নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিনয়ের বাড়াবাড়ি সব সময় সত্যকে মিথ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন করে। ফলে সত্য মিথ্যার প্রভেদ বুঝে ওঠা যায় না। কাজেই বিনয়ের বাড়াবাড়ি নয়, সত্যকে প্রকাশ করতে দরকার স্পষ্টতা। কিন্তু স্পষ্টতাকে অনেকে স্পর্ধা হিসেবে মনে করতে পারেন। তবে এই নেতিবাচক ধারণা ক্ষণকালের জন্য। কারণ স্পষ্টতাই সত্যকে তার প্রকৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পারে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উপস্থাপিত বিনয়ের নেতিবাচক দিকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধেও পরিলক্ষিত হয়।

ঘ "স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা।"— উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি যৌক্তিক।

'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের নিজের ওপর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিকের মতে, তিনি নিজেকে চেনেন বলেই সত্য প্রকাশে পিছপা হন না। আর এতে তাঁর এই আচরণকে কেউ অহংকার হিসেবে মনে করলেও তিনি তাতে কষ্ট পেতে রাজি নন।

উদ্দীপকের বিষয়বস্তুতে দেখা যায়, অকপটে সত্য বলাকে কেউ কেউ স্পর্ধারূপে দেখেন। আর এরূপ স্পর্ধার পরিবর্তে কেউ যদি বিনয় প্রকাশ করতে চায় তবে সত্য-মিথ্যার প্রবেধ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কারণ তাকে সত্য কথাটিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে হয়। আর এর ফলে সত্য তার প্রকৃত রূপ হারিয়ে মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়।

উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধ পর্যালোচনার মাধ্যমে বলা যায়, স্পষ্টতার মধ্যে এক ধরনের দুঃসাহস প্রকাশ পেলেও সত্যকে অটুট রাখতে তার আবশ্যকতা রয়েছে। ব্যক্তি তার হৃদয়ে যে সত্য লালন করে তা যদি সে যথার্থরূপে প্রকাশ করতে না পারে তবে প্রকারান্তের নিজেকে ছোট করা হয়। উদ্দীপক ও প্রবন্ধ উভয় ক্ষেত্রেই স্পষ্টতার একটি নেতিবাচক দিক প্রকাশিত হলেও সত্যকে প্রাধান্য দিতে স্পষ্টতার পক্ষেই মত দেওয়া হয়েছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলেই নিরূপণ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান,
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনের হানো;
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো
মুক্ত করো ভয়, নিজের পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।

[হলিক্রস কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. 'আমার পথ' রচনাটি কোন প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত? ১

খ. অন্তরের গোলামি আর বাইরের গোলামি বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. "উদ্দীপকের বর্ণিত পঙ্‌ক্তিমালা 'আমার পথ' প্রবন্ধের বক্তব্যেই প্রতিরূপ"— বক্তব্যটি সমর্থন করে উদ্দীপক ও প্রবন্ধের সাদৃশ্য লেখো। ৩

ঘ. "নিজের পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়"— উদ্দীপকের এই কথাই 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূলভাব— বক্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমার পথ' রচনাটি 'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত।

খ প্রাবন্ধিক অন্তরের গোলামি বলতে পরাবলম্বনকে বুঝিয়েছেন আর এই পরাবলম্বনের কারণে মানুষের মধ্যে বাইরের গোলামীও দেখা যায়।

নিজের সত্যকে নিজের কর্ণধার করলে, নিজেকে চিনলে এবং নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস থাকলে মানুষ আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে। আত্মনির্ভরশীলতা মানুষকে অন্তরের গোলামি থেকে মুক্ত করে। কিন্তু পরনির্ভরশীলতা মনে দাসত্ব তৈরি করে। এর ফলে মানুষের বাইরের গোলামীও ফুটে ওঠে। আর এই অন্তরের গোলামী এবং বাইরের গোলামীর মনোভাব থেকে মানুষ নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্যের উপর নির্ভর করে থাকে। এর ফলে মানুষ দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাথে সত্য ও বিশ্বাস প্রকাশে নির্ভীকতা এবং আত্মনির্ভরশীলতার বক্তব্যটি ধারণ করার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক মানসিক দাসত্ব ও পরনির্ভরতা পরিহার করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কথা বলেছেন। আর এর প্রধান শর্ত হলো নিজেকে জানা, নিজের সত্যকে জানা, লেখক এখানে ব্যক্তিসত্তার চেতনার উল্লেখ করেছেন। তিনি কারো দাসত্ব স্বীকার না করে নিজেকেই নিজের কর্ণধার হয়ে ওঠার কথা বলেছেন।

উদ্দীপকে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখার কথা বলা হয়েছে। সংকোচ করে সংকটের ভয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে কোনো কিছু করা উচিত নয়। আমাদের নিজেদের মধ্যে শক্তি ধরে রাখতে হবে। নিজের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে, যাতে দুর্বলকে রক্ষা করা যায় এবং দুর্জনকে পরাস্ত করা যায়। উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধে সকল প্রকার ভয় লজ্জাকে উপেক্ষা করে সাহসের সাথে লক্ষ্যে স্থির থাকার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বর্ণিত পঙ্‌ক্তিমালা 'আমার পথ' প্রবন্ধের বক্তব্যের অনুরূপ।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূলভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার যা নিজের পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।"— এই চরণটি ধারণ করছে।

লেখক 'আমার পথ' প্রবন্ধে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, আত্মাকে জানলেই আত্মনির্ভরতা আসে। আত্মনির্ভরতার কারণেই মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। আর এ আত্মনির্ভরতা মানুষের মধ্যে আসলেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে নিজের ভয় ত্যাগ করে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের নিজেকে অসহায় ভাবা উচিত নয়। আপন শক্তিকে ধারণ করে নিজের ওপর নিজের নির্ভর করতে হবে। আমরা যেন কখনো সংশয়ী হয়ে না উঠি।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধে আত্মবিশ্বাসে প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বকে প্রত্যাশা করা হয়েছে। প্রবন্ধে লেখক বলেন, নিজের সত্যকে অকপটে স্বীকার করতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়। অন্যের সমালোচনা ও কারও ভয়ে আপন সত্য প্রকাশ করতে পিছপা হওয়াটা অনুচিত। অসংকোচে সত্য প্রকাশ করা আমাদের স্বভাবধর্ম হওয়া উচিত। তবেই আমরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারবো বলে লেখক মনে করেন। আর উদ্দীপকেও ফুটে ওঠেছে যে, আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি কারও ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তিনি নিজের সত্য সুস্পষ্টভাবে সত্যপ্রকাশ করতে গ্লানিবোধ করে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকেও 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূলভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যেখানে অভাব সেখানে সমস্ত জ্ঞানই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যে কোনোদিন পথ ভোলার কষ্ট ভোগ করেনি সে কখনো পথ চলার আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। যে কোনোদিন পানিতে পড়ে হাবুডুবু খায়নি সে কখনো নৌকায় চড়ার সুখ ভালো করে বুঝতে পারে না। মূলত নিজের শক্তি কাজে লাগাতে না পারলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে না। *[মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. কোনটি মানুষকে ছোট করে ফেলে? ১
খ. প্রাবন্ধিক ভুলকে প্রাণ খুলে স্বীকার করে নিতে বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্যে যে নির্ভীকতা ফুটে উঠেছে তা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অতিরিক্ত বিনয় মানুষকে ছোট করে ফেলে।

খ ভুলের মধ্য দিয়েই সত্যকে পাওয়া যায় বলে প্রাবন্ধিক ভুলকে প্রাণ খুলে স্বীকার করে নিতে বলেছেন।

প্রাবন্ধিকের মতে, সত্যই মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। সেই সত্যকে খুঁজে পাওয়ার পথে মানুষের ভুল হতেই পারে। কিন্তু শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ ধরে রাখতে ভুলকে অস্বীকার করা উচিত নয়। তাই সত্যের সন্ধান পাওয়ার জন্য ভুলকে প্রাণ খুলে স্বীকার করে নিতে বলেছেন তিনি।

গ উদ্দীপকের বক্তব্যে 'আমার পথ' প্রবন্ধের অসংকোচে সত্য প্রকাশ এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রতি যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন—"নিজেকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার বলে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। মহাত্মা গান্ধী আমাদের এই স্বাবলম্বনই শেখাতে চেয়েছিলেন।" লেখকের মতে, পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। তাঁর মতে, যেদিন আমাদের আত্মনির্ভরতা তৈরি হবে সেদিনই আমরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হব।

উদ্দীপকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। কারণ, প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা ছাড়া মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পথ ভোলার কষ্ট ভোগ না করে চলার আনন্দ উপভোগ করা যায় না, পানিতে হাবুডুবু না খেলে নৌকায় চড়ার সুখ বোঝা যায় না। অর্থাৎ নিজের শক্তিকে কাজে না লাগাতে পারলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে না। 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকও অনুভব করেছেন, অসাধ্য সাধন করতে চাইলে মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতা প্রয়োজন। আত্মনির্ভরতা তখনই আসে যখন মানুষ নিঃসংকোচে সত্য প্রকাশ করতে পারে এবং পরনির্ভরতাকে ত্যাগ করতে পারে। সুতরাং বলতে পারি, 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য অসংকোচে সত্য প্রকাশের প্রতি যে গুরুত্বারোপ করেছেন সে বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে নির্ভীকচিত্তে সত্য প্রকাশের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক নির্ভয়ে, সুস্পষ্টভাবে নিজের সত্য ও বিশ্বাসকে প্রকাশ করতে চান। কারণ, তিনি মনে করেন এটি করতে না পারলে পরনির্ভর হতে হয়। আর এ পরনির্ভরতার জন্যই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন হয় না। লেখক মনে করেন, নিজ সত্যকে জেনে তা অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করতে না পারলে অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সত্যকে নিজ অন্তরে ধারণ করা।

উদ্দীপকে প্রচ্ছন্নভাবে পথ ভুলে চলেও পথচলার আনন্দ উপভোগ ও পানিতে হাবুডুবু খেয়েও নৌকায় চড়ার সুখ অনুভবের কথা বলা হয়েছে। কারণ, এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিই মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে। আর আত্মনির্ভরশীল মানুষ অনায়াসেই নির্ভীকচিত্তে অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। একইভাবে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রতিটি মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা প্রত্যাশা করা হয়েছে। কেননা, আত্মনির্ভরতা মানুষকে অসাধ্য সাধনের জন্য নির্ভীক করে তোলে।

উদ্দীপকে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে নির্ভীকচিত্তে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেননা, বিপদের ভয় করলে কেউ সামনের দিকে ধাবিত হতে পারে না। বিপদকে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। 'আমার পথ' প্রবন্ধেও আত্মশক্তিতে আস্থা রাখার কথাই বর্ণিত হয়েছে। লেখক মনে করেন, নিজের উপলব্ধিজাত সত্য অসংকোচে প্রকাশের জন্য মিথ্যাকে পরিহার করতে হবে; পরনির্ভরশীলতা ত্যাগ করতে হবে। আত্মনির্ভরশীল ও নির্ভীক হওয়ার এ শিক্ষাই আলোচ্য প্রবন্ধ ও উদ্দীপক, উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব বলতে পারি, 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের বক্তব্যে যে নির্ভীকতা ফুটে উঠেছে তা উদ্দীপকের আলোকে যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৬ তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহারই যাহার শক্তি অপরিমেয়, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. 'কুহেলিকা' কোন ধরনের রচনা? ১
খ. 'অভিশাপ-রথের সারথি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের মিল দেখাও। ৩
ঘ. তারুণ্যের শক্তিতে বলীয়ান হলেই 'সত্য-সুন্দর পৃথিবী গড়া সম্ভব'— উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'কুহেলিকা' একটি উপন্যাস।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে তারুণ্যের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে সত্যের শক্তিকে তুলে ধরা হয়েছে। এ শক্তি মানুষের মাঝে দৃঢ়তা নিয়ে আসে। এ সত্যের বলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। তাই সত্য পথের অভিযাত্রীরাই পারে নতুন সমাজ গঠনে নেতৃত্ব দিতে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে তারুণ্যের জয়গান করা হয়েছে। কেননা তারুণ্যশক্তিই মৃত্যুকে পরোয়া না করে মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকও মনের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সমাজ-জাতি বা রাষ্ট্রের জরাজীর্ণতার অবসান ঘটানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। প্রাবন্ধিক মনে করেন, মানসিক শক্তির অভাব হলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় দুর্দশার রাজত্ব, জাতির জীবনে নেমে আসে হতাশা আর অন্ধকার। প্রাবন্ধিক এই অন্ধকার আর হতাশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে নিজেকে চেনা তথা আত্মজাগরণের কথা বলেছেন। প্রাবন্ধিক মনে করেন, সত্যের শক্তিতে বাঙালির নাড়িতে নাড়িতে, অস্থিমজ্জায় যে পচন ধরেছে তা দূর হয়ে নতুন এক সমাজ গড়ে উঠবে। সুতরাং উদ্দীপকে তারুণ্যের যে বৈশিষ্ট্য বা সংজ্ঞার কথা বলা হয়েছে সেই সংজ্ঞার সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে তরুণদের আত্মনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সত্য হচ্ছে অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার। সত্য মানুষের মাঝে তৈরি করে দুর্বার উদ্দীপনা, ক্লান্তিহীন উদ্যম, অপরিসীম ঔদার্য, অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য ও অটল সাধনার মানসিকতা। সত্যই পারে কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে সকল বাধা অতিক্রম করে সমাজকে প্রগতি ও নতুন স্বপ্নময় মুক্ত জীবনের পথে এগিয়ে নিতে। 'আমার পথ' প্রবন্ধে এ বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়েছে।

উদ্দীপকে তারুণ্যের কথা বলা হয়েছে। তারা অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী, দুরন্ত তাদের সাহস, গতি এদের ঝড়ের ন্যায়। তাদের এই যৌবনশক্তি শাশ্বত ও সুন্দর। এরা মৃত্যুকে পরোয়া না করে মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে। তারাই পারে অকেজো সংস্কারের অচলায়তন ভেঙে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে। আর এ কাজটি করতে হলে অন্তরের ভয়ভীতি, দাসত্ব পরিহার করতে হবে, যা প্রাবন্ধিক তাঁর 'আমার পথ' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মনে করেন, সত্যের শক্তিতে বলীয়ান হলেই কেবল এই পৃথিবী থেকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার ও কুসংস্কারের মতো মিথ্যার প্রাচীর ভাঙা সম্ভব। তা না হলে সমাজ যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে যাবে। কবির প্রত্যাশা, এদেশের মানুষ তার আপন সত্যকে অবলম্বন করে নিজেকে চিনে সমাজ থেকে অন্ধকার, অন্যায়, অসত্য এবং কুসংস্কারকে বিতাড়িত করবে। তবেই পৃথিবী হয়ে উঠবে শান্তিময়। তারুণ্যের শক্তিতে বলীয়ান হলেই সত্য-সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। সত্যাশ্রয়ী মানসিকতার শক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে 'আমার পথ' প্রবন্ধে। সত্যের এ শক্তি তারুণ্যের মাঝেও লক্ষ করা যায়। তাই তারুণ্যের শক্তিকে সত্য ও সুন্দর সমাজ গঠনের পথপ্রদর্শক বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সক্রেটিস বলেছেন, 'নিজেকে জানো'। আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে নির্মিত হয় ব্যক্তিত্ববোধ। প্রবল ইচ্ছাশক্তিই পারে মিথ্যার আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে সত্যের আলোয় নিজেকে উদ্ভাসিত করতে। তাই সত্যকে ধারণ করে পৃথিবীর বুকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। *[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. প্রাবন্ধিক কারোর বাণীকে কী বলে মেনে নেবেন না? ১

খ. তারাই শুধু অসাধ্য সাধন করতে পারে— উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'নিজেকে জানো' এ কথাটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূল বিষয়কে সমর্থন করে কী? তোমার যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাবন্ধিক কারোর বাণীকে বেদবাক্য বলে মেনে নেবেন না।

খ যার মনে সত্যকে বড় মনে করার দম্ভ আছে তারাই শুধু অসাধ্য সাধন করতে পারে।

প্রাবন্ধিক সমাজ ও সমকালকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করলে অনেকে তাকে অহংকার, স্পর্ধা ও দম্ভ বলে ভুল বুঝে থাকেন। কিন্তু তিনি মনে করেন এ দম্ভ মানুষের মাথা উঁচু করে এবং নির্ভীক করে। তাই এই সত্যে অটল থাকার দম্ভ যার আছে তারাই পারে অসাধ্য সাধন করতে।

গ নিজেকে চেনার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী হওয়া ও আত্মাকে উপলব্ধি করার দিকটিতে উদ্দীপকের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

মানুষ স্বভাবতই নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভালোবাসে। জাগতিক নানাবিধ চাহিদা মেটাতে গিয়ে সে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। মিথ্যার সাথে আপস করে। ধীরে ধীরে সে নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে মিথ্যার কাছে বিসর্জন দেয়। সত্যকে ধারণ করার মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে চিনতে সক্ষম হয়। অন্যায় ও মিথ্যার সাথে লড়াই করার শক্তি পায়। 'আমার পথ' প্রবন্ধে এ বিষয়টিই অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

উদ্দীপকে মহান দার্শনিক সক্রেটিসের 'নিজেকে জানো' তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নিজেকে চেনার মাধ্যমেই মানুষ সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। একইভাবে 'আমার পথ' প্রবন্ধেও সত্যের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে একজন মানুষ সত্য চর্চার মাধ্যমে সাধারণ থেকে অসাধারণে পরিণত হতে পারে। সত্যকে চেনার মাধ্যমে নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে। তাই বলা যায়, নিজেকে জানা ও সত্যকে উপলব্ধির দিক দিয়ে উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে আত্মসত্য উপলব্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধের মূল বিষয় হচ্ছে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে গোটা মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। আপাতদৃষ্টিতে এ অসাধ্যকে সাধন করার মূল উপাদান হচ্ছে আপন সত্যকে জানা, মানুষের ভেতরকার অপার সম্ভাবনাময় শক্তি ও সামর্থ্যকে জানা। উদ্দীপকেও আপন সত্তাকে জানার প্রতি উজ্জীবিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে মহান দার্শনিক সক্রেটিসের 'নিজেকে জানো' তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, নিজেকে জানা ও বোঝার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ববোধ তৈরি হয়। মিথ্যা থেকে মানুষ সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারে। 'আমার পথ' প্রবন্ধেও এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।

লেখক নিজের শক্তি-সামর্থ্য জানতে ও বুঝতে সত্যের নিবিড় সাধনার ব্যাপারটি সামনে নিয়ে এসেছেন। অবশ্য তাঁর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সত্যাশ্রয়ী সকল মানুষের সংমিশ্রণে বিভেদহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা। তিনি মনে করেন, সকলেই যখন নিজেকে চিনতে পারবে, তখন মানুষে মানুষে বিভেদের রেখা দূর হয়ে যাবে। সত্যের নিবিড় সাধনায় প্রতিটি মানুষ নিজেকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে পারবে। তখন কৃত্রিম ভেদাভেদ দূর হয়ে যাবে। কেননা নিজেকে জানা মানে অপরকেও জানা যা প্রবন্ধের মূল বিষয়কে সমর্থন করে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ "আমরা দশ-পনেরো টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকাইয়া দিব তবু ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দিব না, নিজের পায়ের নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না। এই জঘন্য দাসত্বই আমাদিগকে এমন ছোট হীন করিয়া তুলিতেছে।"

[সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত? ১

খ. 'এটা দম্ভ নয়, অহঙ্কার নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বক্তব্য উদ্দীপকটির প্রতিনিধিত্ব করেছে'— ব্যাখ্যা করো। ৩

https://teachingbd24.com

ঘ. 'আত্মনির্ভরতার অভাবেই আমাদের মধ্যে দাসত্ব প্রবল হয়ে ওঠেছে'- উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধ অবলম্বনে যাচাই করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমার পথ' প্রবন্ধটি 'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

খ সত্যকে উপলব্ধি করে নিজেকে জানা, সত্য বলা দম্ভও নয়, আবার অহংকারও নয় বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

আত্মবিশ্বাসী লোক সবকিছু জয় করতে পারে। কারণ সে নিজেকে জেনে, চিনে মনের মাঝে যে শক্তি আসে তার ফলে সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না। প্রাবন্ধিক মনে করেন, নিজের সত্যকে উপলব্ধি করে এমন মনোভাব দেখালে দম্ভও নয়, অহংকারও নয়। কেননা, এটি আত্মাকে চেনা সহজ স্বীকারোক্তি। কেউ ভুল করে সত্য স্বীকার করলেও তা মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে ভালো।

গ 'আমার পথ' প্রবন্ধে উদ্ধৃত পরাবলম্বনের ফলে অন্তরে দাসত্বের ভাব আসে, এই বক্তব্যটি উদ্দীপকটির প্রতিনিধিত্ব করছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে নিজেকে জানা এবং নিজের সত্য বিশ্বাসকে চিনে আত্মশক্তির ওপর অটুট বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। যারা নিজেকে জানে সে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। কিন্তু পরাবলম্বন করলে আমাদের আত্মশক্তি নষ্ট হয়ে যায় ফলে আমাদের আত্মা দাসে পরিণত হয়। লেখক আত্মার দাসত্বকে সমালোচনা করেছেন।

উদ্দীপকে আত্মার দাসত্বের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে আমরা দশ পনেরো টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব স্বাধীনতা অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকিয়ে দিই তবু ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দেই না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করি না বলে জঘন্য এক দাসত্ব আমাদের ছোট ও হীন করে তুলেছে। নিজের আত্মার শক্তিকে উপলব্ধি করে নিজের পায়ে দাঁড়ালে প্রভুর পায়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হতো না। 'আমার পথ' প্রবন্ধেও এই আত্মশক্তির কথা বলা হয়েছে। যার অভাবে মানুষের আত্মা দাসে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই বলা যায় পরাবলম্বনের ফলে মানবিক দাসত্বে বন্দি হওয়ার যে বক্তব্য আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে উদ্দীপকটি সেই বক্তব্যেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ 'আত্মনির্ভরতার অভাবেই আমাদের মধ্যে দাসত্ব প্রবল হয়ে উঠেছে'— 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুযায়ী উক্তিটি যথার্থ।

'আমার পথ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক নিজেকে জানা ও নিজের সত্যের ওপর বিশ্বাস রেখে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন। সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে পরনির্ভরশীলতা তৈরি হয়। ফলে আমাদের আত্মা শক্তি ও বিশ্বাস হারিয়ে দাসে পরিণত হয় যা, প্রাবন্ধিকের কাম্য নয়।

উদ্দীপকে আত্মার দাসত্ব যে আমাদের হীন করে তুলেছে সেই কথাই বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, আমরা দশ-পনেরো টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকিয়ে দিই তবু ব্যবসা- বাণিজ্য করি না। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে আমরা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এই পরনির্ভরশীলতা একটি দাসত্ব যা আমাদের হীন করে তুলেছে। উদ্দীপকের মূলকথা হলো পরনির্ভরশীলতা বা আত্মনির্ভরতার অভাবেই আমাদের মধ্যে দাসত্ব প্রবল হয়ে উঠেছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখক আত্মনির্ভরশীল হয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার কথা বলেছেন। তাঁর মতে যাদের অন্তরে গোলামির ভাব তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহায় পাবে না। তাই লেখক আত্মাকে চিনতে বলেছেন। কারণ আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। উদ্দীপকেও আত্মনির্ভরশীলতার অভাবের দিকটি ফুটে উঠেছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আত্মবিশ্বাস লীনাকে জ্ঞান সাধনায় আগ্রহী করে তোলে। সে ক্লাসের একজন ভালো শিক্ষার্থী ছিল না। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে কঠোর পরিশ্রম করলে সত্যি সত্যিই ভালো ফল করতে পারবে। তার নিজের প্রতি আস্থা, কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় আর চারিত্রিক সততা তাকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ পেতে সাহায্য করে। *[প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সিগঞ্জ। প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে বাঙালি পল্টনে যোগ দেন? ১

খ. লেখক নিজেকে 'অভিশাপ রথের সারথি' বলে অভিহিত করেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের লীনা 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "লীনার আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সাধনা তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে।" মন্তব্যটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি পল্টনে যোগ দেন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের লীনা 'আমার পথ' প্রবন্ধের সততা ও আত্মবিশ্বাসী বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক আমি সত্তাকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন সত্যের আলোতে ও নিজের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তায়। লেখক মনে করেন নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা। আর পরনির্ভরতা তাঁর কাছে দাসত্বের সমতুল্য। উদ্দীপকের লীনার রয়েছে আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই সে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করার শক্তি পায়। ঠিক একইভাবে আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকের কাছে ভগ্ন আত্মবিশ্বাসের গ্লানি গ্রহণযোগ্য নয়। লেখকের মতে সত্যের দম্ভ ও আত্মবিশ্বাসের জোরেই মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। উদ্দীপকের লীনা লেখকের এই বক্তব্যেরই বাস্তব উদাহরণ। লীনা আত্মবিশ্বাস ও সততার জোরেই নিজের প্রতি আস্থা রেখে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করে সাফল্য পেয়েছে, যা আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক সবার মধ্যে প্রত্যাশা করেছেন।

ঘ আত্মকে চিনে নিজের সত্যকে বড় মনে করার বক্তব্য 'আমার পথ' প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে যার বাস্তব চিত্রে দেখতে পাই উদ্দীপকের লীনার আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সাধনা তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক এমন এক 'আমি'র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ। সত্য প্রকাশে যে নির্ভীক অসংকোচ সে আত্মাকে চিনে বলে তার আছে আত্মনির্ভরতা। আর আত্মনির্ভরতা এমনি এক শক্তি যা মানুষকে দেয় অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা।

উদ্দীপকে দেখতে পাই লীনা পূর্বে ভালো শিক্ষার্থী ছিল না। কিন্তু সে ছিল আত্মবিশ্বাসী। কারণ সে নিজেকে চিনত। সে জানত পরিশ্রম করলে সে ভালো ফল করতে পারবে। তার এই আত্মবিশ্বাস তাকে সর্বোচ্চ সাফল্য পেতে সাহায্য করে।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক বলেছেন সত্যের উপলব্ধি দেয় আত্মবিশ্বাস আর আত্মবিশ্বাস প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। সেই প্রাণপ্রাচুর্য মানুষকে অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা দেয়। অসাধ্য সাধনের এই সৎ, আত্মবিশ্বাসী আমিকেই আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক প্রত্যাশা করেছেন। তার প্রত্যাশিত 'আমি'ই উদ্দীপকের লীনা। তাই উদ্দীপক ও আলোচ্য প্রবন্ধের বিশ্লেষণে যথার্থই প্রতীয়মান হয়, লীনার আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সাধনা তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২০ শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নিজেকে জানা, পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে পরনির্ভরশীলতা বাড়ছে। নিজের সম্পর্কে জানলে আজ আর কেউ শিক্ষিত বেকার হয়ে বসে থাকত না। পরের উপর নির্ভরশীল থাকার জন্য শিক্ষিতদের মন আজ মানসিক দাসত্বে পরিণত হয়েছে। *[বিদ্যুজা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধে আমরা কবে স্বাধীন হতে পারব বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন? ১

খ. 'যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের সঙ্গে কোন দিক দিয়ে সঙ্গতিপূর্ণ বলে তুমি মনে করো? বিস্তারিত আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের শিক্ষিত বেকারদের মানসিক দাসত্ব পরিবর্তনে প্রয়োজন আত্মনির্ভরশীলতা।"— 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমার পথ' প্রবন্ধে আমরা সত্যি সত্যি যেদিন আত্মনির্ভরশীল হতে পারব সেদিন থেকে স্বাধীন হতে পারব বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

খ সুন্দরের পূজারি কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'আমার পথ' প্রবন্ধে মানবধর্মের কথা বলেছেন।

ধর্মে কোনো ভেদাভেদ বা বৈষম্য নেই। পৃথিবীতে প্রত্যেক ধর্মই মানবতার পক্ষে। শুধু ধর্মের ক্রিয়াকলাপ বা আচার-অনুষ্ঠান এক এক ধর্মের এক এক রকম। যে তার নিজ ধর্মের বিধি-বিধান সঠিকভাবে বুঝতে পারে, তার অন্য ধর্মের প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অবহেলা থাকতে পারে না। তাই নিজ ধর্মের স্বরূপ জানলে নিজ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হয় এবং সেই-ই প্রকৃত সত্য জানতে পারে বলে তার অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা থাকে না।

গ উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের সঙ্গে পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে আত্মনির্ভরশীলতার দিক থেকে সঙ্গতিপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

শিক্ষা মানুষকে মুক্তি দেয়। অন্তরের সকল কালিমা, কুসংস্কার, জড়তা, ভয়-ভীতি দূর করে সত্যের পথ দেখায়, আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে তোলে। কিন্তু সে শিক্ষা যদি মিথ্যা হয় তাহলে মানুষ সত্যের পথ থেকে ছিটকে গিয়ে দিনে দিনে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে, যা তার সঞ্জীবনী শক্তি ও আত্মশক্তি ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট করে ফেলে।

উদ্দীপকে শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে বলা হয়েছে। শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নিজেকে জানা, পরনির্ভরশীতা থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু বর্তমান মানুষ শিক্ষার মূল আদর্শ থেকে সরে গিয়ে আত্মনির্ভরশীল না হয়ে দিনে দিনে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন, পরনির্ভরশীলতা মানুষকে নিজের সত্তাকে বিলিয়ে ধীরে ধীরে অলস ও কর্মবিমুখ করে তোলে। তার নিজের ভেতর যে শক্তি আছে তা সে জাগ্রত করতে পারে না। তখন মানুষ অন্যের দানে, দয়া ও দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকে। আসলে এ বাঁচায় কোনো কৃতিত্ব নেই। তাই নজরুল বলেছেন, পরনির্ভরশীলতা দূর করে আপন সত্যকে চিনে নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই মানুষ সাফল্য পাবে। তাই পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকটি আলোচ্য প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ পরনির্ভরশীলতা এক প্রকার মানসিক দাসত্ব। তাই 'উদ্দীপকের শিক্ষিত বেকারদের মানসিক দাসত্ব পরিবর্তনে প্রয়োজন আত্মনির্ভরশীলতা'— মন্তব্যটি 'আমার পথ' প্রবন্ধ অবলম্বনে যথার্থ।

নিজের শক্তিই মানুষের প্রকৃত অবলম্বন। অন্যের শক্তিতে ভর করে হাঁটা যায়, তবে খুব বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। নিজেকে জানলে, নিজের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষের আপন শক্তির ওপর নির্ভরতা তৈরি হয়। তখন আর তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক মানসিক দাসত্বকে পরিহার করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কথা বলেছেন। আর এর প্রধান শর্ত হলো নিজেকে জানা, নিজের সত্যকে জানা। যার নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস আছে সে কখনো অন্যের দাসত্ব করে না। উদ্দীপকে এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস না থাকায় মানুষ অন্যের শক্তির ওপর নির্ভর করে, এভাবে ধীরে ধীরে তার মধ্যে বাড়ে হতাশা ও পরনির্ভরশীলতা।

নিজের ওপর বিশ্বাস স্থাপনই আত্মনির্ভরতার মূলকথা। নিজের ভেতরের সত্য আর সেই সত্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারলে মানুষ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই সর্বপ্রথম মানুষের উচিত তার ভেতরের মানসিক দাসত্ব মোচন করা। তাহলে সে একদিন না একদিন আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি বস্তুনিষ্ঠ ও যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২১ আমাকে একজন সাদা মানুষ দাও
শিক্ষকতার পেশায় আলোকিত মানুষ দাও
চাই আমি সেবার অক্লান্ত আরোহী
যত ভণ্ডামি আছে দূর হোক চাই
মিথ্যা আর নতজানুর বিরুদ্ধে দ্রোহ চাই
যে কেউ ভাবুক শত্রু; তবুও সত্য সহজ পথ চাই।

[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. 'আমর পথ' প্রবন্ধে আমার পথ আমাকে কী দেখাবে? ১

খ. সবচেয়ে বড় দাসত্ব বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে একজন সাদা মানুষের সঙ্গে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে, তা আলোচনা করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমর পথ' প্রবন্ধে আমার পথ আমাকে দেখাবে আপন সত্য।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে একজন সাদা মানুষের সঙ্গে 'আমার 'পথ' প্রবন্ধের সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক এমন এক 'আমি'র আহ্বান প্রত্যাশা করেছেন, যার পথ হবে সত্যের পথ; সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক ও অসংকোচ। রুদ্র তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে নজরুলের প্রত্যাশিত এই 'আমি' সত্তা।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি একজন সাদা মনের মানুষ প্রত্যাশা করেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে যার বিচরণ, তিনিই সাদা মনের মানুষ। তিনি জ্ঞানের আলোয় আলোকিত এবং মনুষ্যত্বের অধিকারী একজন মানুষ। তিনি সর্বদা অন্যায়, অসত্য এবং মিথ্যা ও নতজানুর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে থাকেন। 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক যে 'আমি' সত্তার আবাহন করেছিলেন উদ্দীপকের সাদা মানুষের মাঝে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ দিক থেকেই উদ্দীপক এবং 'আমার পথ' প্রবন্ধের মাঝে সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার দিকটি উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা মানুষের সত্য প্রকাশে দ্বিধাহীন ও নির্ভীক হওয়া। লেখক আশা করেন, প্রতিটি মানুষ নিজেকে জেনে যে সত্য আবিষ্কার করবে তা প্রকাশে সে হবে নির্ভীক ও সংশয়মুক্ত। কারো ভয়-ভীতি পরোয়া না করে নিজের সত্যকে এভাবে প্রকাশ করতে পারাটাই আত্মনির্ভরশীলতা বলে লেখকের বিশ্বাস।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি একজন আলোকিত ও সাদা মনের মানুষকে প্রত্যাশা করেছেন। শিক্ষকতার নেশায় নিয়োজিত আলোকিত মানুষ তথা শিক্ষক তার জ্ঞানের আলো দিয়ে অন্যকে আলোকিত করতে পারেন। তাই কবি এ ধরনের মানুষকে প্রত্যাশা করেছেন। মানুষের সেবায় নিয়োজিত মহান ব্যক্তিকেও কবি কামনা করেছেন। একজন আলোকিত ও সাদা মনের মানুষ সমাজে জেঁকে বসা গোঁড়ামি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাই কবি এ ধরনের মানুষের প্রত্যাশা করেছেন।

https://teachingbd24.com

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক একজন দৃঢ়চেতা ও আত্মবিশ্বাসী মানুষের প্রত্যাশা করেছেন। যে মানুষগুলো আমার আমিকে চিনবে। যারা সত্যকে চিনেছে, সে সত্যের ওপর তারা অবিচল থাকবে। তারা সকল ভয়কে পেছনে ফেলে আপন সত্যকে প্রকাশ করতে সমর্থ হবে। তারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থেকে মিথ্যা ও নতজানুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। উদ্দীপকের কবিতাংশের কবিও এমন মানুষ প্রত্যাশা করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলামের সত্যের ওপর দৃঢ় প্রত্যয়ী মানুষ প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ২২ লালন ফকির বলেছেন, "ও যার আপন খবর আপনার হয় না, একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে আপনারে চেনা।" আবার গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, 'নো দাইসেলফ' অর্থাৎ নিজেকে জানো। 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ' নিজেকে জানলেই কেবল এমন বিদ্রোহের দাম্ভিক উচ্চারণ সম্ভব।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর ▮ প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. মানুষের মধ্যে কখন নির্ভরতা আসে? ১
খ. "আমার কর্ণধার আমি।" — ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে প্রকাশিত ভাবনা আর 'আমার পথ' প্রবন্ধের ভাবনার সামঞ্জস্য নিয়ে আলোচনা করো। ৩
ঘ. 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'— উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধ অবলম্বনে তোমার মতামত দাও। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মাকে চিনলে মানুষের মধ্যে নির্ভরতা আসে।

খ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা প্রাবন্ধিক নিজের ওপর কর্তৃত্বের গুরুত্বকে বুঝিয়েছেন।

সমাজের প্রত্যেকেই একে-অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা স্বাধীন মত প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে। একে-অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। কিন্তু নিজের ওপর কর্তৃত্ব থাকলে অনেক কাজ সহজেই করা যায়। 'আমার কর্ণধার আমি'— উক্তিটি দ্বারা প্রাবন্ধিক নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্বের এ গুরুত্বকেই বুঝিয়েছেন।

গ একমাত্র নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে জানার মাধ্যমেই জীবনে সত্যের আলো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব— এ বিষয়টি উদ্দীপক এবং 'আমার পথ' প্রবন্ধে সামঞ্জস্য তৈরি করেছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে নজরুল এমন এক 'আমি'র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যায় পথ সত্যের পথ। এই সত্যের উপলব্ধি তার প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে তার এই 'আমি' সত্তা। নিজেকে চিনতে পারলেই জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। সত্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল অসাধ্য সাধন করা যায়।

উদ্দীপকে, লালন ফকির ও গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের কথা বলা হয়েছে। তারা দুজন একই বাণী প্রচার করেছেন। সেটি হলো 'নিজেকে জানা'। নিজেকে জানার মাধ্যমেই সত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সত্যান্বেষী ব্যক্তি মাত্রই সত্যের দম্ভে মাথা উঁচু করে রাখে। প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম এমন ভাবনারই উন্মেষ ঘটিয়েছেন। এই দিক থেকে উদ্দীপকে প্রকাশিত ভাবনা আর 'আমার পথ' প্রবন্ধের ভাবনা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ সত্যের মাধ্যমে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকাই জীবনকে পূর্ণতা দান করে।

নজরুল মনে করেন, রুদ্র-তেজে মিথ্যাকে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে 'আমি' সত্তা। এই পথনির্দেশক সত্য অবিনয়কে মেনে নিতে পারে। কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। সত্যকে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করতে না পারলে ব্যক্তিত্ব আঘাতপ্রাপ্ত হয়। নজরুলের কাছে এই ভগ্ন আত্মবিশ্বাসের গ্লানি গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিবর্তে তিনি দাম্ভিক হতে চান। করতে চান অসাধ্য সাধন।

উদ্দীপকে নিজেকে পূর্ণরূপে জানার কথা বলা হয়েছে। এখানে, লালন ফকির ও সক্রেটিসের অমোঘ বাণী দ্বারা নিজেকে চেনার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ফুটে উঠেছে। এখানে বলা হয়েছে, নিজেকে ভালো মতো জানলেই সত্য প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচিত হয়। মানুষ তখনই মাথা উঁচু করে থাকতে পারে, যখন সে নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে। কারো কাছে তার আশ্রয়ের জন্য মাথা নত করতে হয় না। আর এর মাধ্যমেই জীবনের পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। উদ্দীপকের শেষ চরণটি দ্বারা এ কথাটিই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মবিন গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ। তিনি সর্বদাই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। তিনি সমাজে নানারকম জনহিতকর কাজ করে থাকেন। জনকল্যাণের পাশাপাশি তিনি অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, 'সত্য ও ন্যায়ের পথই সহজ পথ।'

[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. আমার কর্ণধার কে? ১
খ. 'মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম'— বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের মবিনের বিশ্বাসের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
ঘ. 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত তা আলোচনা করো। ৪

২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আমার কর্ণধার আমি।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে বর্ণিত আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখক সত্যকে উপলব্ধি করে নিজের অবস্থাকে বিবেচনা করার কথা বলেছেন। লেখক মনে করেন, যে সত্যকে জেনে এগিয়ে যায় তাকে অন্য কারো উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। তার বিশ্বাসই তাকে আলোর পথ দেখায়।

উদ্দীপকেও মবিন সত্য ও ন্যায়ের পথকেই সহজ পথ বলে জ্ঞান করেছেন। তিনি মানব সেবার পাশাপাশি মানুষের অমানবিকতার বিরুদ্ধেও সচেষ্ট। তিনি তার এই পথেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন। মবিনের এই আত্মচেতনা 'আমার পথ' প্রবন্ধের আত্মোপলব্ধির শাশ্বত রূপকেই তুলে ধরে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে সত্যের সাধনা দ্বারা নিজেকে দাসত্ব থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। মানুষকে মূলত সত্যের শক্তিতে বলীয়ান হতে হয়। শাশ্বত সত্য কখনো প্রবঞ্চনা করে না। সত্যকে মূলমন্ত্র ভেবে 'আমার পথ' প্রবন্ধে সকলকে সত্যের আলোয় স্নাত হয়ে মানবাত্মার বিকাশের কথা বলেছেন লেখক।

উদ্দীপকের মবিনও যেন প্রাবন্ধিকের মতোই সত্য প্রকাশে নির্ভীক ও অগ্রগামী। মবিন তার চিন্তা চেতনায় সত্য ও ন্যায়ের পথকেই বেছে নিয়েছেন। আর তাই 'আমার পথ' প্রবন্ধের সত্যের উপলব্ধির দিকটি উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৪ "চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়
সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।"

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. কোনটি সবচেয়ে বড় দাসত্ব? ১
খ. "যার মনে মিথ্যা, সেই মিথ্যাকে ভয় করে"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? বিচার করো। ৩
ঘ. "সত্যের শক্তিতে বলীয়ান হওয়াই উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের সারকথা"— মূল্যায়ন করো। ৪

২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক পরাবলম্বন হচ্ছে সবচেয়ে বড় দাসত্ব।

খ যে নিজের সত্যকে চিনতে পারে না তার ভেতরে ভয় কাজ করে বলে সে বাইরেও ভয় পায়।

বাস্তব জীবনে মানুষকে প্রতিনিয়ত নানারকম সত্য মিথ্যার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু খুব অল্প মানুষই সত্য-মিথ্যার প্রকৃত রূপ চিনতে পারে। যে সত্যকে সঠিকভাবে চিনতে পারে তার অন্তরে মিথ্যার অমূলক ভয় থাকে না। আর যে ব্যক্তি সত্যের আসল রূপটি চিনতে ব্যর্থ হয় তার অন্তরেই মিথ্যার ভয় থাকে। যার মনে মিথ্যা সে-ই মিথ্যার ভয় করে, আর অন্তরে ভয় থাকলে সে ভয় বাইরেও প্রকাশ পায়। এজন্যে প্রাবন্ধিক বলেছেন, যার ভিতরে ভয় সে-ই বাইরে ভয় পায়।

https://teachingbd24.com

গ 'আমার পথ' প্রবন্ধে বর্ণিত নিজ সত্য উপলব্ধির দিকটি উদ্দীপকে প্রফিলিত হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক 'আমি' সত্তার আবাহন প্রত্যাশা করেছেন। কেননা তাঁর এই 'আমি' প্রত্যেক মানুষের ভাবনার বিন্দুতে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস জাগায়। লেখকের এই 'আমি' সত্য প্রকাশে নির্ভীক; একই সাথে এক মানুষকে আরেক মানুষের সাথে মিলিয়ে 'আমরা' হয়ে উঠতে সহযোগিতা করে। সত্যের প্রতি মানুষের এই বিশ্বাস প্রত্যেককে আত্মশক্তিতে সক্রিয় করে তোলে। এই সত্যের উপলব্ধিই নজরুলের প্রাণ-প্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। উদ্দীপকেও সত্যের প্রতি ভালোবাসাজনিত উপলব্ধির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের কবির মনে সত্যের প্রতি গভীর প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। তিনি কঠিন হলেও সত্যকে গ্রহণ করেছেন এবং সত্যকে ভালোবেসেছেন। সত্য শাশ্বত, সত্য কখনো ভণ্ডামি ও বঞ্চনা করে না। সত্য অকপট ও স্নিগ্ধ সুন্দর আলোকের উৎসবিন্দু। উদ্দীপকের কবির সত্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি তাঁর আত্মার শক্তির ওপর বিশ্বাসজনিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, যা 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের মানসভাবনাতেও প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ, আলোচ্য প্রবন্ধ ও উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই সত্যের প্রতি অবিচল থাকতে বলা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, সত্যের প্রতি একাগ্রতা ও বিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া বৈশিষ্ট্যের দিকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধ ও উদ্দীপকে একইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "সত্যের শক্তিতে বলীয়ন হওয়াই উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের সারকথা"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'আমার পথ' প্রবন্ধে আত্মোপলব্ধির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আর এর প্রথম শর্তটি হলো নিজের সত্যকে জানা এবং তা প্রকাশ করা। যথার্থরূপে নিজেকে না জানলে আর সত্যকে প্রকাশ করতে না পারলে পরনির্ভরশীলতা তৈরি হয়। তাই লেখক প্রয়োজনে দাম্ভিক হতে চান। তিনি বিশ্বাস করেন সত্যের দম্ভ যার মধ্যে আছে তার পক্ষেই কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

উদ্দীপকেও সত্যের শক্তির ওপর ব্যক্তির নির্ভরতা উপস্থাপিত হয়েছে। যেখানে শত আঘাত-বেদনার মধ্য দিয়েও মানুষ নিজেকে জানে, নিজের সত্যকে আবিষ্কার করে। আর সেই সত্য যত কঠিনই হোক না কেন, তাতেই আত্মার নির্ভরতা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধ উভয়স্থানে সত্যকেই সঠিক পথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একমাত্র সত্যই যে ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে সে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। আপন সত্যের শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব। আর এই আত্মনির্ভরতা অর্জনই উদ্দীপক ও আলোচ্য প্রবন্ধের সারকথা। তাই বলা যায়, আপন সত্যকে আবিষ্কার করে সেই সত্যের বলে বলীয়ান হওয়ার বিষয়টিই উদ্দীপক ও আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জিনান আত্মপ্রত্যয়ী। সত্যের পথে তার মোহ আছে— সে জয় করতে চায়। কিন্তু কারো পোঁধরা নয়। নিজেকে গড়তে পারলে সমাজ এমনিই গড়ে যাবে— এই তার বিশ্বাস। তাই সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার দুঃসাহস দেখাতে সে কখনো পিছপা হয় না। সে সংশপ্তক। তার মতো তরুণরাই আমাদের সম্ভাবনাময় আগামীর সিংহদ্বার খুলে দিবে।

[জানদামোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. নজরুল কত সালে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন? ১

খ. 'ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়'— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনি 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোনো বিষয়কে স্পর্শ করেছে কি? কীভাবে? ৩

ঘ. 'আমার পথ' প্রবন্ধে বিধৃত চিন্তার প্রতিফলন উদ্দীপকের সঙ্গে মিলিয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক নজরুল ১৯১৭ সালে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন।

খ ভুলের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের আত্মাকে জানতে পারে।

প্রতিটি মানুষই ভুল করে। তবে লেখকের মতে ভুল করা দোষের কিছু নয়। কেননা তার মতে, সত্যকে জানতে, নিজের আত্মাকে জানার জন্য ভুল সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ভুলের মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে চিনতে পারে এবং নিজেকে সংশোধনও করতে পারে। তাই লেখক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনি 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশাকে স্পর্শ করেছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে এক লেখক এমন এক আমি'র প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ; সত্য প্রকাশে যিনি নির্ভীক ও অসংকোচ। উদ্দীপকেও আমরা এমনি এক আত্মপ্রত্যয়ী সত্তার পরিচয় পায়।

উদ্দীপকের জিনান একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ। সে সত্যের পথে চলতে চায় এবং জয় করতে চায়। তবে সে তার এ পথে কারো তোষামোদ করে সফল হতে চায় না। কারণ সে বিশ্বাস করে নিজেকে গড়তে পারলে সমাজ এমনিই গড়ে উঠবে। তাই সে মিথ্যাকে মিথ্যা, সত্যকে সত্য বলতে কখনো পিছপা হয় না। 'আমার পথ' প্রবন্ধেও লেখক সত্য প্রকাশে এমনি নির্ভীক ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের আবাহন প্রত্যাশা করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনি 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশাকে স্পর্শ করেছে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে সত্য প্রকাশে আপসহীন ও নির্ভীক মানসিকতা, যা আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাই।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক দ্বিধাহীন চিত্তে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলার কথা বলেছেন। এ প্রবন্ধে লেখক এমন এক সত্তার প্রত্যাশা করেছেন যে নির্ভীক চিত্তে সত্যকে উপস্থাপন করতে পারে।

উদ্দীপকের জিনান একজন আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ। সে সত্যের পূজারী সত্যের পথে তার মোহ আছে। আর সত্য পথের এ মোহকে সে জয় করতে চায়। কিন্তু কারো তোষামোদ করে সে এ কাজে জয়ী হতে চায় না। সে প্রথমে সত্যের আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে চায়। কেননা সে জানে নিজেকে গড়তে পারলে সমাজ এমনিই গড়ে যাবে। তাই সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার দুঃসাহস দেখাতে সে কখনো পিছপা হয় না।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক আত্মনির্ভরশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। একই সাথে মানুষ কীভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে সে বর্ণনাও লেখক তুলে ধরেছেন তার প্রবন্ধে। তিনি দেখিয়েছেন যে, সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে মানুষের মধ্যে পরনির্ভরশীলতা তৈরি হয়। তাইতো লেখক মনে করেন সকল মিথ্যা আর নতজানুতাকে দূর করে সত্যের পথে কাজ করা উচিত। লেখকের চিন্তায় ফুটে উঠেছে সত্য বলার দৃঢ়তা এবং নির্ভীকতা, যা উদ্দীপকের জিনানের মাঝে বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ২৬ খালেক সাহেব বড় ব্যবসায়ী। তিনি একটি সংগঠন তৈরি করেছেন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ, নৈতিক ও বয়স্ক শিক্ষা প্রদানই তার সংগঠনের কাজ। অনেক প্রশংসা যেমন অর্জন করেছেন তেমনি নিন্দাও কুড়িয়েছেন। তবু থেমে থাকেননি। কারণ তিনি জানেন, তিনি আছেন সত্য ও সুন্দরের পথে।

[সিলেট সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৩]

ক. কাজী নজরুল ইসলাম কত বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. "আমার কর্ণধার আমি"— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের মূলভাবের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. "খালেক সাহেবের মত মানুষ সমাজে বেশি থাকলে সমাজ উন্নয়ন সম্ভব"— 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

https://teachingbd24.com

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ২২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের মূলভাবে আপন সত্যের আলোয় পথ চলার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে, যার সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সবার ওপরে আপন সত্যকে স্থান দিয়েছেন। সত্য পথ প্রদর্শক হিসেবে কেবল সত্যই পারে ব্যক্তির অন্তরকে মিথ্যার অন্ধকার থেকে মুক্ত রাখতে। কিন্তু নিজ বিশ্বাস ও সত্যকে প্রকাশ করতে না পারলে পরনির্ভরতা আছে ও আহত হয় ব্যক্তিত্ব। তাই তিনি সত্যকে সদা নমস্কার জানিয়েছেন। আর সত্যকেই নিজের পথ প্রদর্শক মেনেছেন।

উদ্দীপকের খালেক সাহেবও তার আপন সত্যের ওপর বিশ্বাসী। আপন সত্যের পথে চলেই তিনি জনকল্যাণমূলক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। যার কাজ সমাজ সেবামূলক কাজ করা, নৈতিকতা বৃদ্ধি করা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কেউ কেউ নিন্দা করলেও তিনি তার সত্যের ওপর বিশ্বাস রেখে নিজের কাজ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। সুতরাং উদ্দীপকের মূলভাবে, আপন সত্যের আলোয় পথ চলার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে যার সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "খালেক সাহেবের মতো মানুষ সমাজে বেশি থাকলে সমাজ উন্নয়ন সম্ভব।" 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম সত্য প্রকাশে নির্ভীক। তিনি প্রত্যাশা করেছেন 'আমি' সত্তার রুদ্র যা তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে। তিনি সত্য প্রকাশে দাম্ভিক হতে চান। স্বনির্ধারিত এই জীবন-সংকল্পকে তিনি ও তার মতো আরও যারা সত্য পথের পথিক হতে আগ্রহী তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চান। আর তা হলেই সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভবপর হবে।

উদ্দীপকের খালেক সাহেব সমাজের উন্নয়নের জন্য সংগঠন গড়ে তুলেছেন। যে সংগঠনের কাজই হলো সমাজসেবা করা, নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এর মাধ্যমে তিনি সমাজকে সত্য ও সুন্দরের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। আর এক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক হলো তার আপন সত্য।

উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রবন্ধের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, প্রবন্ধে বর্ণিত কাজি নজরুল ইসলামের ভাবনা উদ্দীপকের খালেক সাহেবের কাজের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করছে। সমাজের অনেকের নিন্দা সত্ত্বেও খালেক সাহেব নিজের সত্যের পথ থেকে সরে দাঁড়াননি। বরং আপন সত্যের আলোয় পথ চিনেই সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। অতএব, খালেক সাহেবের মতো মানুষ সমাজে বেশি থাকলে সমাজ উন্নয়ন সম্ভব।" — 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৭ 'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল, যুগাবতার
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত পুথি কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।'

[সরকারি কেসি কলেজ, ঝিনাইদহ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কোনটিকে সবচেয়ে বড় ধর্ম বলা হয়েছে? ১

খ. 'নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তাহলে এই দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক এবং 'আমার পথ' প্রবন্ধের তুলনামূলক বিচার করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'আমার পথ' প্রবন্ধের ভাববস্তু এক এবং অভিন্ন"— প্রমাণ করো। ৪

২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমার পথ' প্রবন্ধে মানুষ ধর্মকে সবচেয়ে বড় ধর্ম বলা হয়েছে।

খ আলোচ্য উক্তিটিতে কবি পরাবলম্বনের মানসিকতা ত্যাগ করার কথা বলেছেন।

পরাবলম্বন মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। এই দাসত্বের মনোভাব নিয়ে কোনো মহাপুরুষকে ভক্তি জানালেই দেশে স্বাধীনতা আসে না। দেশকে প্রকৃতভাবে স্বাধীন করতে হলে পরনির্ভরতা ছেড়ে আত্মনির্ভর হয়ে জনশক্তি বাড়াতে হবে। তা না হলে শত দুর্বল ব্যক্তিত্বের মানুষ নিয়ে একজন মহাপুরুষও দেশকে স্বাধীন করতে পারে না।

গ 'আমার পথ' প্রবন্ধে বর্ণিত মানবধর্মের প্রসঙ্গটি উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক মানুষ-ধর্ম বা মানবধর্মের কথা বলেছেন। মানুষের 'মানুষ' পরিচয়টিকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন তিনি। ধর্মের মূল সত্য জানতে ও মানতে এ মানবধর্মের বোধ থাকাই সর্বাপেক্ষা জরুরি। মানুষে মানুষে প্রাণের মিল থাকলে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি বলেছেন যে মানুষের মাঝেই সকল ধর্মের মূল সত্য রয়েছে। মানুষের পবিত্র হৃদয়েই ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র বিরাজিত। আর সেই মূলমন্ত্রটি হলো মানুষের মানবতাবোধ। ধর্মগ্রন্থ পড়ে আহরিত জ্ঞানকে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে এই মানবতাবোধের প্রয়োজন। এদিকে 'আমার পথ' কবিতায়ও কবি মনুষ্যত্ববোধ বা মানবিকতাবোধ সম্পর্কে বলেছেন। এই বোধ থাকলে মানুষ ধর্মের সত্য জানতে পারে। এতে ধর্মীয় বৈষম্য ও হানাহানির সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে মানবতা বা মানবধর্মের প্রসঙ্গে উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের ভাবগত মেলবন্ধন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধ উভয়ক্ষেত্রেই মানুষ-ধর্ম বা মনুষ্যত্ববোধের জয়গান করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক ধর্মে ধর্মে হানাহানি বন্ধ করার ক্ষেত্রে মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করতে বলেছেন। এ বোধ জাগ্রত হলে মানুষের মাঝে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় থাকবে। উদ্দীপকেও এমন বোধের জাগরণ ঘটেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, নিজের হৃদয়ের মাঝেই সকল দেবতার উপস্থিতি। এই পবিত্র হৃদয়মাঝেই সকল ধর্মের মূল সত্য বিরাজিত। তাই শুধু ধর্মগ্রন্থ পড়লেই হবে না। হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করতে হবে। এই অন্তরধর্মের মধ্য দিয়ে কবি মূলত মানবিকতার জাগরণের দিকেই নির্দেশ করেছেন। এদিকে আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মানুষ-ধর্মকে সবচেয়ে বড় ধর্ম বলেছেন। এ ধর্ম মানুষের হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক প্রাণের সাথে প্রাণের সম্মিলিন ঘটাতে চেয়েছেন। তা করতে মানুষকে ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আত্মার ধর্ম মনুষ্যত্ববোধ আর সেই মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটালে ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে। সবার মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠবে। অন্তর ধর্মের ওপর জোর দিয়ে মনুষ্যত্ববোধ জাগানোর কথা আছে উদ্দীপকের কবিতাংশে। সেদিক বিচারে উদ্দীপক ও প্রবন্ধের ভাববস্তুকে অভিন্ন বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'তারুণ্য নামের জয়মুকুট শুধু তাহারই যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে।'

[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. আত্মাকে চিনলেই কী আসে? ১

খ. 'যে নিজের ধর্মকে, সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না'— কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩

https://teachingbd24.com

ঘ. 'তারুণ্য শক্তিতে বলীয়ান হলেই সত্য-সুন্দর পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব'— উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ২০(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল প্রশ্নের ১৬(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল প্রশ্নের ১৬(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মানুষ ভুল করে, পরে সেই ভুলের সংশোধন করেই সত্যের সন্ধান পায়। সাধারণের ধারণা, ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শেখাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু 'অতি চালাকের গলায় দড়ি' বলেও একটা কথা আছে। জীবনের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবলব্ধ যে জ্ঞান তার তুলনা নেই। স্বল্প পরিসরে টবের ভেতর জীবনধারণ করার চেয়ে বাইরের বিস্তৃতির আনন্দে বিকশিত হওয়া অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। তবে অন্যের দুর্দশা দেখেও শিক্ষা লাভ করতে হবে। কারণ একজনের পক্ষে সকল রকম অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। আমাদের এই বর্তমান কোটি কোটি অভিজ্ঞতার ফল। সুতরাং জীবনযাত্রায় অন্যের অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। *[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. দেশের শত্রুকে দূর করতে কী প্রয়োজন? ১

খ. 'ওরকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক অনেক ভালো'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দিষ্ট দিকটি হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ নিজে যেমন আলোকিত হতে পারে, তেমনি পড়তে পারে আলোকিত পৃথিবী"— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের শত্রুকে দূর করতে আগুনের সম্মার্জনা প্রয়োজন।

খ লেখকের পথনির্দেশক সত্য অভিনয়কে মেনে নিতে পারে কিন্তু অন্যায়কে সহ্য করে না।

মানুষ কখনো কখনো বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। লেখক দেখিয়েছেন, সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না পারলে পরনির্ভরতা তৈরি হয়। আহত হয় আমাদের ব্যক্তিত্ব। নজরুলের কাছে এই ভগ্ন আত্মবিশ্বাসের গ্লানি গ্রহণ যোগ্য নয়। এর পরিবর্তে তিনি দাম্ভিক হতে রাজি আছেন। কেননা তার বিশ্বাস সত্যের দাম্ভিকতা মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক ভালো।

গ উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

নজরুল তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, তিনি ভুল করতে রাজি আছেন কিন্তু ভণ্ডামি না। ভুল জেনেও তাকে ঠিক বলে চালিয়ে দেওয়ার কপটতা কিংবা জেদ তাঁর দৃষ্টিতে ভণ্ডামি। ভুল স্বীকার করে তা থেকে বেরিয়ে আসাই প্রকৃত মানুষের কাজ।

উদ্দীপকে অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। মানুষ তার ভুল থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তাই তার অভিজ্ঞতা। জীবনযাপনে নিজের পাশাপাশি অন্যের কাছ থেকেও তাই শিখতে হবে। উদ্দীপক ও কবিতা উভয়ক্ষেত্রে সত্যের সন্ধানের কথা বলা হয়েছে। মানুষ তার ভুল সংশোধনের মাধ্যমেই এই পথের সন্ধান পায়। উদ্দীপকে প্রবন্ধের এই দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ সত্য পথের সন্ধান করে ভুল থেকে বেরিয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন কবি।

নজরুল তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, সত্যের উপলব্ধি তার প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। এই সত্য তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করতে পারে কবি মনে করেন, সত্যের দম্ভ যাদের মধ্যে আছে তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারে।

উদ্দীপকে ভুল সংশোধন করার আহ্বান করা হয়েছে। জীবনযাত্রায় নিজের ও অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিলেই আলোকিত হওয়া সম্ভব। নিজেকে স্বল্প পরিসরে বন্দি না রেখে বাইরের বিস্তৃত জগতে মেলে ধরাই মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত। নিজের ও অন্যের ভালো-খারাপ এবং দোষ-গুণ সম্পর্কে জেনে নিজেকে ঋদ্ধ করতে হবে।

উদ্দীপক ও প্রবন্ধ উভয় ক্ষেত্রে ভুল সংশোধনে জোর দেওয়া হয়েছে। এই ভুল ব্যক্তির হতে পারে। সমাজের হতে পারে কিংবা হতে পারে কোনো প্রকার বিশ্বাসের। তবে তা যা-ই হোক বা যেমনই হোক, তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বেরিয়ে আসা সম্ভব হলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্মিলন হবে। ফলে সম্ভব হবে গোটা মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। এতে পৃথিবী হবে সুন্দর ও সমৃদ্ধ। তাই বলা যায়, উদ্দিষ্ট দিকটি হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ নিজে যেমন আলোকিত হতে পারে, তেমনি গড়তে পারে আলোকিত পৃথিবী।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বিশ্বের ইতিহাস হলো কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস। নিজের ওপর বিশ্বাস থাকলে তবেই অন্তরে শক্তি আসে। আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ পরমুখাপেক্ষী হয়। নিজের শক্তি ও সাহস না থাকায় সে কোনো কিছুই অর্জন করতে পারে না। *[নিট গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে কীসের সারথি বলেছেন? ১

খ. 'একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'বিশ্বের ইতিহাস হলো কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস'— মন্তব্যটি 'আমার পথ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে অভিশাপ-রথের সারথি বলেছেন।

খ ব্যক্তিত্বহীন মানুষের পরনির্ভরতাকে নজরুল ইসলাম 'দাসত্ব' বলে অভিহিত করেছেন।

মানুষের ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও আত্মনির্ভরতা থেকেই স্বাধীনতা আসে। নজরুল ইসলামের বিশ্বাস, নিজের সত্যকে নিজের কর্ণধার মনে করলে আপন শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস জন্ম নেয়। এ ধরনের অবলম্বনের কথা শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু জনগণ মহাত্মা গান্ধীর সেই স্বাবলম্বনের কথা না বুঝে তাঁর ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। এটাই হলো পরাবলম্বন। আর পরালম্বন মানুষের আত্মশক্তিকে নষ্ট করে দেয়। মানুষের হৃদয়ে তৈরি করে মানসিক দাসত্ব। নজরুল ইসলাম তাঁর 'আমার পথ' প্রবন্ধে পরাবলম্বন তথা পরনির্ভরতাকে 'দাসত্ব' বলে বুঝিয়েছেন।

গ উদ্দীপকটিও 'আমার পথ' প্রবন্ধের পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে আত্মনির্ভরশীলতার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে।

এ পৃথিবীতে যারাই শ্রেষ্ঠ ও সফর হয়েছেন তারা নিজেদের আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাধনা ও কর্মে রত ছিলেন। অন্যের মুখোপেক্ষী পরিহার করে নিজের মেধা, যোগ্যতা ও সামর্থ্যের সবটুকু তারা কাজে লাগিয়েছেন। অন্যদিকে যাদের নিজেদের প্রতি আস্থা বিশ্বাস কম তারা জীবনে সফল হতে পারে না। তারা সঞ্জীবনী শক্তি ও আত্মশক্তি ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট করে ফেলে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে সফলতার শর্তে বলা হয়েছে, বিশ্বের ইতিহাসে যে কজন মানুষকে স্মরণ করা হয় তারা ছিলেন প্রবল আত্মবিশ্বাসী মানুষ। তারা নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে অন্তরে শক্তি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন, পরনির্ভরশীলতা মানুষকে নিজের সত্তাকে বিলিয়ে ধীরে ধীরে অলস ও কর্মবিমুখ করে তোলে। তার নিজের ভেতর যে শক্তি আছে তা সে জাগ্রত করতে পারে না। তখন মানুষ অন্যের দানে, দয়া ও দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকে। আসলে এ বাঁচায় কোনো কৃতিত্ব নেই। তাই নজরুল বলেছেন, পরনির্ভরশীলতা দূর করে আপন সত্যকে চিনে নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই মানুষ সাফল্য পাবে। তাই পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকটি আলোচ্য প্রবন্ধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক আত্মবিশ্বাসী মানুষের যে গুরুত্ব তুলে ধরেছেন তা উদ্দীপকের 'বিশ্বের ইতিহাস হলো কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস মন্তব্যটি ধারণ করে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আত্মবিশ্বাসী মানুষের ক্ষমতার কথা বলেছেন। আত্মবিশ্বাস মানুষকে এমন এক জোরালো অবস্থান ও ক্ষমতা দেয়, যার ফলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। মানুষ যদি নিজের ওপরই বিশ্বাস রাখতে না পারে তাহলে সে কোনো কাজেই সফল হতে পারে না। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য প্রয়োজন নিজের সম্পর্কে জানা ও নিজের সত্যকে শ্রদ্ধা করা।

উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে মানুষের সফলতা লাভের পেছনে যে সত্যকে আবিষ্কার করেছেন তা হলো আত্মবিশ্বাস। পৃথিবীতে যে কজন মানুষের ইতিহাস আমরা জানি তারা সকলে ছিলেন প্রবল আত্মবিশ্বাসী। নিজের মেধা, শ্রম ও যোগ্যতার বিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীতে মানুষ সফল হয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মিথ্যাকে পরিহার করে নিজের সত্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এর ফলে নিজের মধ্যে অবিনয় ভাব থাকলেও আত্মবিশ্বাসের মূলমন্ত্র হিসেবে বিবেচ্য। আর আত্মবিশ্বাসই পারে একজন মানুষকে সাফল্য এনে দিতে। উদ্দীপকেও একই কথা বলা হয়েছে। মানুষের মাঝে আত্মবিশ্বাস থাকলেই কেবল সফলতা সম্ভব। যার মাঝে আত্মবিশ্বাস নেই সে কখনো মুক্তি পাবে না। অতএব উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিশ্বের ইতিহাস হলো কয়েকজন আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন মানুষের ইতিহাস।

প্রশ্ন ▶ ৩১ 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে।'
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।'

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. কাজী নজরুল ইসলামের মতে, কী সবচেয়ে বড় দাসত্বে? ১

খ. 'আমি আছি'— এই কথা না বলে বলতে লাগলাম' গান্ধীজি আছেন'— উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তারুণ্যের যে দুর্বার সাধনার কথা ধ্বনিত হয়েছে তা আমার পথ' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কাজী নজরুল ইসলামের মতে 'পরাবলম্বনই' সবচেয়ে বড় দাসত্ব।

খ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণ নিজের ওপর বিশ্বাস না রেখে যেভাবে গান্ধীজির ওপর নির্ভর করতে শুরু করে তা আলোকপাত করা হয়েছে আলোচ্য মন্তব্যটিতে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব গান্ধীজি জনগণকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাতেন। জনগণকে বলতেন বল, 'আমি আছি'। তার অর্থ জনগণ আছে স্বাধীনতা আন্দোলনে। কিন্তু চেতনায় পরনির্ভরশীল ভারতবাসী তা না বুঝে বলেছিল, গান্ধীজি আছেন। অর্থাৎ তারা ভেবেছিল এক গান্ধীজিই ভারতের স্বাধীনতা এনে দেবেন।

গ আত্মনির্ভরতা ও সত্যের শপথে বলীয়ান হয়ে অসাধ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সঙ্গে উল্লিখিত উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম মানুষের আত্মনির্ভরতা বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, পরাবলম্বনই সবচেয়ে বড় দাসত্ব। যেদিন মানুষ নিজ সত্যকে বুঝতে শিখবে সেদিন থেকে তার মাঝে কোনো ভয় থাকবে না। এমন ভয়হীন মানুষই পারে অসাধ্য সাধনের শপথ গ্রহণ করতে।

উদ্দীপকেও শপথের কোলাহলে আত্মাকে সমর্পণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। তারুণ্যের গতি যেন স্টিমারের মতো ক্ষিপ্ত। এ বয়সের উচ্ছ্বাস জানে রক্তদানের পুণ্য। প্রাণ দেওয়া বা নেওয়ার মতো কঠিন ও অসাধ্য কাজেও তার পিছপা হয় না। এ বয়সের মানুষগুলো এমন কাজ করতে পারে কারণ তারা আত্মনির্ভরশীল। আর এদিক থেকেই উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে তারুণ্যের যে দুর্বার সাধনার কথা ধ্বনিত হয়েছে তেমনি সত্যনির্ভর, পরাবলম্বনহীন সাধনার কথা 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূল সুর।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক কাজী নজরুল ইসলাম সেই পথ অনুসরণ করতে চেয়েছেন, যে পথ দেশের পক্ষে মঙ্গলকর বা সত্য। এজন্য তিনি অন্তরের দাসত্ব এবং হৃদয়ের গোলামির ভাব দূর করে স্বাবলম্বন অর্জনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ যাদের স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন আছে শুধু তারাই পারে শপথের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে অসাধ্য সাধন করতে।

অন্যদিকে উদ্দীপকে তরুণেরা শপথের কোলাহলে আত্মাকে সঁপে দিতে কুণ্ঠিত নয়। তাদের প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা পরিপূর্ণ থাকে। রক্তদানের পুণ্য তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে প্রতিনিয়ত। এই তরুণেরা এমন সব দুঃসাহসী কাজ করতে পারে। কারণ তাদেরও হৃদয়ে কোনো দাসত্ব ও গোলামির ভাব নেই।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক সত্য সাধনায় ব্রতী হতে বলেছেন। কারণ তাতেই আত্মার মুক্তি আসে এবং সেই সত্যসাধকেরাই পারে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কাজ করতে। উদ্দীপকের তরুণেরাও একই ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। ফলে তারা দেশের জন্য যেমন প্রাণ দিতে পারে তেমন আর্তমানবতার সেবা করে অর্জন করে রক্তদানের পুণ্য।

প্রশ্ন ▶ ৩২ "রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
.....
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।" *[রূপ-নারানের কূলে-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]*

[সরকারি বরিশাল কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৩]

ক. 'সম্মার্জনা' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'আমার পথ দেখাবে আমার সত্য'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'আমি সে দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত'— উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের ভাবগত দিক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'সম্মার্জনা' শব্দের অর্থ মেজে-ঘষে পরিষ্কার করা।

খ 'আমার পথ দেখাবে আমার সত্য' বলতে কবি নিজের 'আমি' সত্তাকে বুঝিয়েছেন।

কবির আমি সত্তা তাঁর ভেতরকার ঐশ্বরিক শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী। 'আমার পথ' প্রবন্ধে কবি নজরুল এমন এক 'আমি'র আহ্বান প্রত্যাশা করেছেন, যার পথ সত্যের পথ। এ পথে কবির মেধা ও মনন স্রষ্টার পরম জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তিতে ভরপুর। এই সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। তাই তিনি অনায়াসে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

Teachingbd24.com

গ অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে আত্মসচেতন হওয়ার দিকের প্রেক্ষিতে প্রশ্নোক্ত কথাটি উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধে যথার্থ হয়ে উঠেছে।

সত্য প্রতিষ্ঠার মতো কঠিন কাজ থেকে দূরে সরে এসে অন্যায়, অসত্য ও পরের ওপর নির্ভরতা দাসত্বের নামান্তর। এ দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সত্যের মতো কঠিন কাজকে গ্রহণ করার দিকটি উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবি আত্মচেতনায় জেগে উঠেছেন। এ জগৎকে তিনি স্বপ্ন মনে করেন না। এ জগৎ সত্য-মিথ্যার লড়াইয়ে পরিপূর্ণ। এখানে সত্যের পথ কঠিন। এ কঠিন সত্যের মধ্য দিয়েই সফলতা লাভ করা যায়। আর তাই তো কবি এই কঠিন সত্যকেই ভালোবেসেছেন। এমন সত্যের অনুসারী 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখক কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা ও পরাবলম্বনকে বড় দাসত্ব বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এমন দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে কবি যে 'আমি' সত্তার আহ্বান প্রত্যাশা করেছেন, এই 'আমি' সত্য প্রকাশে নির্ভীক। উদ্দীপকেও সত্যের প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসাজনিত উপলব্ধির বিকাশ ঘটেছে। এখানে দুই কবিই স্বাধীন সত্তা ও দাসত্ব থেকে মুক্ত। এমন উপলব্ধি আলোচ্য উক্তি ও উদ্দীপককে সমান্তরাল করেছে।

ঘ উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের ভাবগত দিক হলো ধোঁকা-প্রবঞ্চনার বিপরীতে আপন সত্যকে উপলব্ধি করা।

'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম এমন এক 'আমি'র আহ্বান প্রত্যাশা করেছেন, যার পথ সত্যের পথ। সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক ও অসংকোচ। তাঁর এই 'আমি' ভাবনা বিন্দুতে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস জাগায়। এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে উদ্দীপকের কবির মাঝেও।

উদ্দীপকের কবি রবীন্দ্রনাথ এক নবচেতনায় জেগে উঠলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন এ জগৎ স্বপ্ন বা অলীক নয়। এটি সত্যের জগৎ। অন্যায়-অসত্যের বিপরীতে সত্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। এ কঠিন সত্যকে কবি ভালোবাসলেন। কারণ সত্য কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। ধোঁকা প্রবঞ্চনা দেয় না। মনে সাহস জোগায়। 'আমার পথ' প্রবন্ধের কবি নিরেট সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। এই সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণ প্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। তিনি অনায়াসে বলেছেন, আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। রুদ্রতেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে নজরুলের এই 'আমি' সত্তা।

উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধে দুই কবিই আপন সত্তার জাগরণ অনুভব করেছেন। এ জাগরণ তাদের সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে অবিচল থাকার জাগরণ। সত্যের পথ কঠিন জেনেও তারা নিজেদের স্বাধীনসত্তা বিকাশের জন্য এ পথ গ্রহণ করেছেন। এ সত্য তাদেরকে ধোঁকা-প্রবঞ্চনা দেবে না। অন্যায়-অসত্য ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে। সত্য ও মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করার ভাবগত দিক দিয়ে উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধটি সার্থক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ "সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।"

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী ▮ প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. সবচেয়ে বড় দাসত্ব কী? ১

খ. 'মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'আমার পথ' প্রবন্ধের সামগ্রিক ভাব ধারণ করেছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সবচেয়ে বড় দাসত্ব হলো পরাবলম্বন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'আমার পথ' প্রবন্ধে বর্ণিত নিজ সত্য উপলব্ধির দিকটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক 'আমি' সত্তার আবাহন প্রত্যাশা করেছেন। কেননা তাঁর এই 'আমি' প্রত্যেক মানুষের ভাবনার বিন্দুতে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস জাগায়। লেখকের এই 'আমি' সত্তা সত্য প্রকাশে নির্ভীক; একই সাথে এক মানুষকে আরেক মানুষের সাথে মিলিয়ে 'আমরা' হয়ে উঠতে সহযোগিতা করে। সত্যের প্রতি মানুষের এই বিশ্বাস প্রত্যেককে আত্মশক্তিতে সক্রিয় করে তোলে। এই সত্যের উপলব্ধিই নজরুলের প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। উদ্দীপকেও সত্যের প্রতি ভালোবাসাজনিত উপলব্ধির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের কবির মনে সত্যের প্রতি গভীর প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। তিনি কঠিন হলেও সত্যকে গ্রহণ করেছেন এবং সত্যকে ভালোবেসেছেন। সত্য শাশ্বত, সত্য কখনো ভণ্ডামি ও বঞ্চনা করে না। সত্য অকপট ও স্নিগ্ধ সুন্দর আলোকের উৎসবিন্দু। উদ্দীপকের কবির সত্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি তাঁর আত্মার শক্তির ওপর বিশ্বাসজনিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, যা 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের মানসভাবনাতেও প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ, আলোচ্য প্রবন্ধ ও উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই সত্যের প্রতি অবিচল থাকতে বলা হয়েছে। সুতরাং বলতে পারি, সত্যের প্রতি একাগ্রতা ও বিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া বৈশিষ্ট্যের দিকটি 'আমার পথ' প্রবন্ধ ও উদ্দীপকে একইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ 'আমার পথ' প্রবন্ধে বর্ণিত আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতার ও মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেছেন। তিনি সত্যের আলোতে মানুষের ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও বিকাশ প্রত্যাশা করছেন। কোনো মানুষ যদি সত্যের সঠিক উপলব্ধি লাভ করে তাহলে সে তার প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দুর সন্ধান লাভ করতে পারে। আর আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে আত্মবিশ্বাসী, সত্য প্রকাশে নির্ভীক মানুষের সংখ্যাধিক্য সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধন করে। সত্যের এই উপলব্ধির দিকটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য তৈরি করে।

উদ্দীপকটিতে বর্ণিত হয়েছে যে সত্য কঠিন হলেও তার প্রতি অটুট ভালোবাসা কবির হৃদয়ে বিদ্যমান। সত্যকে গ্রহণ করা কণ্টকমুক্ত পথ নয় বরং কঠিন পথ, তা জেনে-বুঝেও কবি বঞ্চনামুক্ত সত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। তিনি প্রকৃত সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করে তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। উদ্দীপকের কবির সত্যের প্রতি এই দৃঢ় বিশ্বাস ও অটুট ভালোবাসা 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের সত্যপ্রীতি ও আত্মোপলব্ধির একটি দিক মাত্র।

'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক সত্যের উপলব্ধি, সত্যের প্রতি ভক্তি, সত্যকে গ্রহণ করে সত্যের আলোয় স্নাত হয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। লেখকের কাছে মানুষের আত্মবিশ্বাসের অভাবজনিত গ্লানি গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি সমাজে পরনির্ভরতামুক্ত মানুষের আধিক্য চেয়েছেন। তাছাড়া তিনি চেয়েছেন মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটিয়ে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে। কেননা মানুষের সাথে মানুষের প্রাণের মিল ঘটিয়ে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করলে ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে এবং এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের বিরোধ মিটে যাবে। ওপরের আলোচনা থেকে বলতে পারি, উদ্দীপকে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সত্যের উপলব্ধির দিকটিই মাত্র ফুটে উঠেছে; আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতার বা পাম্পরিক সম্প্রীতির বিস্তৃত ঘটানোর কোনো ইঙ্গিত নেই। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

Teachingbd24.com